রূপার কৌটা

[জন গল্‌সওয়ার্দীর The Silver Box নাটকের বাংলা রূপান্তর]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নাটকের
প্রথম রজনীর
নিপুণ শিল্পী
রাশেদা জামান ডলি-কে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী, এম.এল.এ.
বেগম আহ্‌সানুল হক
আফজালুল হক চৌধুরী
কুদ্দুস মিয়া
সোনার মা
রহমত
উকিল সাহেব
ডিটেকটিভ
হাকিম
ভাড়াওয়ালা
কয়েকজন পুলিশ
জনৈকা তরুণী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পয়সাওয়ালা লোকের ঘর। সবকিছুই দামি, ভারী এবং চকচকে। মাঝখানের বড় টেবিলে স্পষ্ট করে সাজানো দুটো ফুলদানী, একটা রূপালি সিগারেটের কৌটা। ঘরের মাঝখান থেকে ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাতির নীলাভ গোলক।

এ বাড়ির মালিক আহ্‌সানুল হক চৌধুরী, এম.এল.এ.। খালি রঙ্গমঞ্চে টলতে টলতে প্রবেশ করবে—একরকম হোঁচট খেয়ে ছিটকে ঢুকবে—এম.এল.এর একমাত্র ছেলে আফজালুল হক চৌধুরী। চেয়ারটা ধরে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে মহাশূন্যে কী যেন খোঁজে। হঠাৎ কী মনে করে এক স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরণে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কাঁধে একটা ওভারকোট ঝুলছে। হাতে মেয়েদের একটা রঙিন থলি। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি হলেও আফজাল দেখতে একেবারেই ছেলেমানুষ।]

আফজাল : (পড়ে গিয়ে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ঐব্বাঃ! শেষ পর্যন্ত যাহোক্ বাড়িতে ঢুকেছি তো ! (ভারিক্কি চালে) হুঁ! আফজালুল হক চৌধুরী না একা একা নিজের বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবে না! কে ? কোন ব্যাটা এমন কথা বলে! (হাতের রঙিন থলি নড়তে থাকে আর ক্রমশ থলির ভেতর থেকে ঝড়ে পড়ে রুমাল, ভেলভেটের মানিব্যাগ ইত্যাদি) সুন্দরী, এবার বোঝ মজা—আমাকে ধোঁকা দিয়ে যাবে কোথায় ? এ-কী ! সব যে ঝুরঝুর করে অঝোর ঝরঝর ! (ব্যাগে হাত বুলিয়ে) বিল্লি কাঁহিকা! বাবা, আমিও কেমন দাগা দিতে জানি, বোঝ এবার! হুঁউম! (থলিটা তুলে) তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। বেশ করেছি! (একটা সিগারেট ধরায়) আরে তাইতো, লোকটাকে কিছু দেয়া হলো না! (ব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়ায়। একটা রূপার টাকা টেনে বার করতেই সেটা টুপ করে হাত থেকে পড়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়) শা—বেঈমান রূপেয়া ! (খোঁজে) অকৃতজ্ঞ কুলাঙ্গার! গড়িয়ে গড়িয়ে পালিয়ে গেলি ? যাঃ, একটা কানাকড়িও নেই আর পকেটে। লোকটাকে ডেকে জানিয়ে দিতে হয়, এ-দফা মাফ কর বাবা, এখন ট্যাক একদম খালি।

[টলতে টলতে বেরোবে। ঢুকবে কুদ্দুসকে নিয়ে। বয়স তিরিশ। ছেঁড়া পোশাক। চোখ গর্তে। ক্ষুধার্ত, বেকার চেহারা।]

শ্ ষ্! শ্ ষ্! খবরদার শব্দ হয় না যেন। দরজাটা চেপে দিয়ে এসে বসো। (ওভারকোট হাতড়ে বার করে) ধরো, টানো। (গম্ভীর) তুমি সাহায্য না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে কোনোদিন আমি এ বাড়ির নম্বর খুঁজে বার করতে পারতাম না। কিন্তু ভাই, তোমাকে দেবার মতো কিসসু নেই আমার। এই যে বাড়িটা দেখছ, এটা আমাদের। আমার বাবার নাম জান ? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এ. থুড়ি, এম.এ. না, আরো বড়, এম. এল. এ.। বনেদি পার্টি, বুঝেছ ? খাও, খাও আর এক গেলাস। (ঢেলে দেয়) ভাবছ বুঝি আমি টেনে টেনে একেবারে (ঢেকুর), না, এক ফোঁটাও না! কৈ, আমি মাতাল ? (সোফায় গা এলিয়ে) তোমার নামটা কী সে তো বললে না! আমার নাম সৈয়দ এ. হক চৌধুরী। আমার বাবারও ঐ নাম, আমারও ঐ নাম। আমার বাবাও বনেদি পার্টি, আমিও বনেদি পার্টি। তা তুমি, তুমি কী ?

কুদ্দুস : আমি কিচ্ছু না। নাম কুদ্দুস মিয়া। ছেলের নাম সোনা। সোনার মা আপনাদের বাড়িতে ঠিকা ঝির কাজ করে।

আফজাল : কুদ্দুস ? বাঃ বড় গালভরা নাম তো ! তা বাবা, নয়া পার্টি-টার্টি নওতো ? (একটু ভেবে) তা যেই হও, কিসসু এসে যায় না। সব এক। আমরা সবাই একই রাষ্ট্রের নাগরিক, কি বল ? আইনের চোখে সবাই সমান। (ভ্রূ কুঁচকে ভেবে) ধ্যেৎ, কী যা-তা বকছি! (ঢেকুর। হাসি। বোতলের দিকে তাকিয়ে থেকে) কী যেন বলছিলাম ? বোতলটা একটু কাত্ করে ধরো না বাবা! শুকরিয়া। আমি বলছিলাম কী— (হঠাৎ ব্যাগটা নজরে পড়ে) সুন্দরীর সাথে একটা জোর ঝগড়া হয়ে গেল। (রঙিন থলিটা নেড়ে চেড়ে দেখে) খাও বন্ধু, আরো খাও। তোমাকে না পেলে বাড়ির দরজা কোনো দিন খুঁজে বার করতে পারতাম না। তাইতো তোমাকে খেতে বলছি। আজ কেমন জব্দ সুন্দরী! জানুকগে, লোকে— বয়ে গেল। বিল্লি কাহিকা! (সোফার হাতলের ওপর পা তুলে দিয়ে) শষ্ শষ্। কোনো শব্দ নয়। যত খুশি টেনে যাও। কোনো আপত্তি নেই। চোঁ চোঁ করে টেনে যাও। মদ সিগারেট যা খুশি খেয়ে যাও, কুছ পরোয়া নেই। তোমাকে ছাড়া যে ঘরেই ঢুকতে পারতাম না। (চোখ বুঁজে) তোমার যেন কোন দল বললে, নয়া পার্টি ? মরুকগে! আমি খাঁটি বনেদি পার্টি। আমার বাবাও। খাও, আরো খাও না মদ। আমি লোক ভালো। (মাথাটা ঝুলে পড়ছে ঘুমে। ঠোঁটে গভীর শান্তির হাসি। কুদ্দুস তাকিয়ে দেখে। বোতলটা উল্টে কয়েক ঢোঁক গিলে নেয়। রঙিন থলেটা পরখ করে। শুঁকে দেখে।)

কুদ্দুস : বিলিতি খোশবু। পয়সা আছে।

আফজাল : কেমন জব্দ। বিল্লি কাহিকা!

কুদ্দুস : (আড়চোখে দেখে আরো কিছুটা তরল পদার্থ টানে। রূপার কৌটা থেকে একটা সিগারেট তুলে ধরায়। পুরোমাত্রায় ধরেছে নেশাটা। ঘরের চারদিকে নজর দিয়ে) চিজের বাহার খুব! (রঙিন থলে থেকে পড়ে যাওয়া রেশমের টাকার থলিটা তুলে) সত্যি বেড়ালের চামড়া নাকি ? বড় মোলায়েম। বিল্লি কাহিকা। (টেবিলের ওপর রেখে দেয়। আফজালকে দেখে) হুম্। আর এটা বুঝি খাসি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (আধঘুমে) বিল্লি কাহিকা!

কুদ্দুস : বড় তাজা খাসি।

[কুদ্দুস বড় আয়নাটায় নিজের চেহারাটাকে ভেংচে বিকট করে তোলে। ঘুরে আফজালকে দেখে এগিয়ে আসে এমনভাবে মনে হয় যেন আফজালের ঘুমন্ত মুখটাকে এক ঘুসিতে থেঁতলে দেবে। এগিয়ে এসে এক চুমুকে বোতলটা শেষ করে দেয়। চকচকে চোখে ফুটে ওঠে ধূর্ত হাসি। তুলে নেয় রেশমের টাকার থলি। তারপর রূপার কৌটা।]

তুমি সুন্দরীকে জব্দ করেছ। আমি তোমাকে করব। কেমন জব্দ! এবার কেমন জব্দ!

[গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে হাসি। টলতে টলতে যায় দরজার দিকে। কাঁধের ধাক্কা লেগে সুইচের শব্দ হয়। আলো নিভে যায়।]

[পর্দা পড়বে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই ঘর। সকালের আলো। আফজাল তেমনি পড়ে ঘুমাচ্ছে। একটা চাকর ঢোকে, রহমত। টেবিল চেয়ার গোছায়, মোছে। ঝাড় হাতে চাকরানি সোনার মাও আসে। কাজ করে। কথাও চলে।]

রহমত : কাল রাতেও সোনার বাপ অনেকক্ষণ এদিকে ঘুরঘুর করছিল। তুই তখন চলে গেছিস। কিছু পয়সার ফিকিরে ছিল বোধহয়। রাতে একবার বেরিয়েছিলাম, দেখি, সোনার বাপ তখন বেশ কিছুটা গিলেছে। টলতে টলতে পাশের গলিটাতে ঢুকল। জানিস সোনার মা, আমি হলে অমন স্বামীর ঘর কক্ষণো করতাম না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুই আলাদা হয়ে যাস না কেন? সোয়ামী বলেই মার খেয়েও ওর ঘর করতে হবে?

সোনার মা : (কালো, করুণ, শান্ত, গাঢ় চোখ) কালই রাইত তিনটার সময় বাড়ি আইছে। চোখ লাল, একদম অন্য মানুষ। মাইরপিট, গালিগালাজ কিছুই বাকি রাহে নাই আর। কী কয়, কী করে, কোনো হুঁশই নাই। ছাড়তে পাড়লে আমিও বাঁচতাম, রহমত ভাই। কিন্তু বড় ডর করে। যখন হুঁশ থাকে না, তখন কী কইরা বয়, কেউ কইতে পারে না।

রহমত : থানায় গিয়ে একবার সব বলে এলেই পারিস। ওরকম জানোয়ারকে জেলে পুরে রাখা উচিত।

সোনার মা : থানায়ই যামু একদিন। আসল কথা কি জান রহমত ভাই? মানুষটা আসলে খারাপ না। দুই মাসতক চাকরি নাই। মনডা সব সময় তিতা হইয়া রইছে। যখন চাকরি আছিল, তখনও তো আমি অরে দেখছি। পোলা মাইয়াগুলারে কত আদর করত।

রহমত : সে আলাদা কথা। কিন্তু এখন এরকম করেই বা তোর কতদিন চলবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : বুজি, সবই বুজি। পোলা মাইয়া সুদ্ধা সকলের প্যাট তো আমিই চালাই। তবু সারাক্ষণ মন্দ কথা, কিল, চড়, লাথি! সব সময় সন্দো করে, কারো লগে কোনো ফাঁকে ভাব করি নাকি! খোদা জানে, তেমন মাইয়ালোক আমি না। উল্টা আমি জানি রাইত বিরাইতে হে কই কই যায়। সরাব খাইলেই মানুষডা একদম বদলাইয়া যায়। যখন ঠিক থাকে তখন আবার—

রহমত : যখন মাতাল হয় তখন বুঝি আর ঠিক থাকে না, না ?

সোনার মা : কী রকম যেন হইয়া যায়! (সোফায় আফজালকে দেখে। তেমনি শান্ত গলায়) সাহেব দেখি এইখানে পইড়া ঘুমাইতাছে! (রহমতের সঙ্গে চোখাচোখি) মুখ চোখ যেন কী রকম দেখাইতাছে।

রহমত : (মৃদু হাসি) ঠিক নেই, না ? ঠিকই ধরেছিস। তোর স্বামীর দশা। এ আরেক রকম বেকার কিনা ! মন ভুলাতে গিয়ে কিছু গিলেছে হয়তো।

[রহমত বেরিয়ে যায়। সোনার মা কাজ করে]

আফজাল : (জেগে ওঠে) কে ? কে ? এটা—

সোনার মা : আমি সোনার মা, ছোট সাহেব।

আফজাল : এখানে কোত্থেকে ? মানে, ইয়ে, কটা বেজেছে, সোনার মা ?

সোনার মা : সকাল নয়টা-দশটা হইবে।

আফজাল : সকাল ? নটা দশটা ? (মাথায় হাত রেখে) সোনার মা, আর কেউ এসেছিল নাকি এ ঘরে ? ছিঃ ছিঃ, কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

সোনার মা : না কেউ আসে নাই। রহমত ভাই একবার ঘুইরা গেছে।

আফজাল : যাক, বাঁচালে। কিছু মনে করতে পারছি না। কী করে রাতে কী যেন হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারছি না। মাথাটা টন্‌টন্ করে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। দোহাই তোমার সোনার মা, কাউকে কিছু বলো না যেন।

[সোনার মা হাসে। আফজাল বেরিয়ে যায়। সোনার মা কাজ গুছিয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় রহমত চা নিয়ে ঢোকে।]

রহমত : কই, ছোট সাহেব উঠে পড়েছেন নাকি ?

সোনার মা : হু, উপরে গেছেন।

রহমত : থাক তাহলে। (চা রাখে) ছোট সাহেবের চোখ মুখ কেমন ঠেকছিল নারে ? বেশ বলেছিস কথাটা।

সোনার মা : রোজ দেখি কিনা, চাইলে বুজি কী হইছে। ওইডা খাইলে আসল মানুষডা কী রকম বদলাইয়া যায়। মানুষ থাকে না আর! ছোট সাহেবের কথা কই না। এমনি কইলাম। সকালেও দেইখা আইছি সোনার বাপরে, ঘুমাইতাছে। ঠিক এই রকম।

রহমত : ও কি সত্যি চাকরির খোঁজ করে নাকি ?

সোনার মা : করে। রোজ সকালে বাইর হইয়া যায়। ঘরে যখন ফিরে তখন মুখ চোখ দেখলে কাঁদন লাগে। মিছা কথা কমু ক্যান ? চ্যাষ্টা সে করে। কিন্তু আইজ কাইল কাম দেয় কে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : আমি তাঁকে প্রায়ই যেখানে দেখি সেটা কাজের জায়গা নয়।

সোনার মা : আমি সব জানি। সব জানি বইলাই আমার এত দুঃখ। গত রাইতেও সে আমারে মারছে সারা গতরে। বেহুশ হইয়া মারছে।

রহমত : তবু দেখছি তোর দরদের শেষ নেই।

সোনার মা : দরদের কথা না রহমত ভাই, বুঝনের কথা। না খাইয়া খাইয়া সারাদিন ঘুরে দুয়ারে দুয়ারে। হেরপর মানুষ পাগল হইয়া যায় না? দুই ফোঁড়া-প্যাডে পড়লে তখন রক্ত মাথায় চইড়া যায়। তখন ঘরে আইসা আমারে পিটায়, মন্দ কথা শুনায়। ঘর থাইকা লাথি মাইরা বাইরে ফালাইয়া দেয়। দরজার বাইরে খাড়াইয়া খাড়াইয়া কাইল সারারাইত কাঁদছি। ডরে ভিতরে ঢুকি নাই। এখনো সারা গা বিষ করতাছে। আমি যাই, পাকের ঘরে কাম আছে।

[সোনার মা বেরিয়ে যায়। রহমত কিছুক্ষণ আনমনা দাঁড়িয়ে থাকে। চায়ের পেয়ালাটা তুলে মুছতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়।]

রহমত : সে-কী? রূপার সিগারেটের কেসটা গেল কোথায়? ছোট সাহেব উপরে নিয়ে গেলেন নাকি? আর তো কেউ এ ঘরে আসেনি সকাল থেকে; বসবার ঘরে সিগারেটের কেসটা না দেখলে বড় সাহেব এসে আবার চটাচটি করবেন। খোঁজ করতে হয়।

[শেষবারের মতো এটা সেটা মুছে, চারিদিক দেখতে দেখতে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে রহমতের প্রস্থান।]

[পর্দা পড়বে]

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

[সকালবেলা চায়ের টেবিলে। সৈয়দ আহ্‌সানুল হক এম.এল.এ সাহেব এবং তাঁর বেগম। এম.এল.এ সাহেবের মাথায় টাক, চোখে চশমা, হাতে খবরের কাগজ। কথাবার্তা একটু নাটুকে। নিজের পদগৌরব সম্পর্কে খুব শান্ত এবং সমাহিত অহমিকা। বেগমের ব্যবহার স্পষ্ট এবং দৃঢ়। হুকুম করে অভ্যস্ত, তামিল করে নয়।]

সৈয়দ : (হাতের খোলা কাগজের আড়াল থেকে) দক্ষিণে চিনির কলে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছে।

বেগম : আবার ধর্মঘট? দেশের লোকগুলো সত্যি সত্যি কী চায়, বলতে পার আমাকে?

সৈয়দ : এরকম একটা কিছু যে হবে সে আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। তবে এসব ছোটখাটো কাণ্ড নিয়ে বেশি হৈ চৈ করাও বেয়াকুফি।

বেগম : (ভ্রূ কুঁচকে) তুমি অবাক করলে। তোমরা যে কী করে এখনো শান্ত হয়ে বসে থাকতে পার, ভেবে পাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : অসহনশীলতা আর উত্তেজনা রাষ্ট্র শাসনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত হাতিয়ার নয়। আমি নিজে বিশ্বাস করি, নতুন নতুন সংস্কার ছাড়া সমাজ এগোতে পারে না এবং নতুন পথে এগোতে হলে নতুন নতুন দল ও মতকে সহ্য করতে হবে।

বেগম : থাক। তোমাদের ওসব লম্বা লম্বা বুলি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। ঐসব নোংরা ছোটলোকগুলো কিসের জন্যে চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে তা কি এখনো বুঝতে পার না তোমরা? ওরা ওদের দাবি আদায় করতে চায়। চাষা-মজুর তো আর তোমার-আমার মতো নয়। রাষ্ট্রভক্তি, আনুগত্য, আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধের কী জানে ওরা? ওরা চেনে শুধু ওদের নিজেদের স্বার্থ। ওঁৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই আমাদের যা কিছু আছে, সব ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করবে।

সৈয়দ : আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নেবে? পাগল হলে নাকি তুমি? দ্যাখো— আমি গোঁড়া মোল্লা নই। পরিবর্তনকে আমি ডরাই না। চিন্তার দিক থেকে আমি প্রগতিশীল। আমাদের বনেদি পার্টির মধ্যে এমন একটা আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি যা—

বেগম : আরেকটু হালুয়া দেব তোমাকে?

সৈয়দ : ওহ, হ্যাঁ, দাও। অল্প একটু।

বেগম : গাজরের। হজমের জন্যে খুব ভালো। খাও আরেকটু। হুম! আরো দু'চার দিন সবুর কর। ঐ অশিক্ষিত ছোটলোকগুলোর হাতে শাসনভার আসুক। দেখবে কর চাপিয়ে চাপিয়ে কী রকম ঠাণ্ডা করে দেয় আমাদের। যেখানে যা টাকা খাটাচ্ছ সব কিছুর ওপরই ট্যাক্স বসাবে। দু'পয়সা করে খাচ্ছিলে, পথে বসবে। ওদের কী? দেশের জন্যে, দশের জন্যে ওদের কোনো মায়া-মমতা আছে যে আমাদের ছেড়ে দেবে? আর এখনো তোমরা পার্টির মধ্যেই একশোটা দল করে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছ। বুদ্ধি নেই, দৃষ্টি নেই, সাহস নেই। নাকের ডগার ঠিক এক ইঞ্চি সামনে কী ঘটছে তা পর্যন্ত বুঝবার ক্ষমতা নেই তোমাদের। তা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করার এই কি একটা উপযুক্ত সময়।

সৈয়দ : তোমার মতে আমাদের এখন কী করা উচিত?

বেগম : নিজেদের ঝগড়া-ফ্যাসাদ এক্ষুণি আপোসে মিটিয়ে ফেল। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একত্রে ঘা মারো!

সৈয়দ : বেগম, এইখানেই প্রমাণিত হলো যে এম.এল.এ হওয়ার আর সব গুণ তোমার পুরোমাত্রায় থাকলেও তুমি শেষ পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই। নইলে আমরা বনেদি পার্টি, নয়া পার্টির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজে নামব, এমন খোয়াব তুমি দ্যাখো কী করে? আরে, আমাদের নীতি আর ওদের পথ যে—

বেগম : নাও এই মোরব্বাটুকু শেষ করে ফেল। আমাদের ওদের এ রকম আলাদা আলাদা ভাগ করে আমাকে লেকচার শুনিও না। ওরা আর আমরা জাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক। আমাদের স্বার্থ, লক্ষ্য এক। নীতি এক। উহ্, বারুদের ওপর বসে থেকেও তোমাদের চেতনা হলো না? কবে আর হবে?

সৈয়দ : কী বললে?

বেগম : কালকের খবরের কাগজেও একটা চিঠি উঠেছে। পড়ালেখা শিখে চাষাভূসোগুলোর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। আরেকটা টোস্ট দেব তোমাকে? ছোটলোকদের আবার পড়ালেখা কেন বাপু? বাড়ির চাকর-বাকরগুলোর হাবভাব পর্যন্ত দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে।

সৈয়দ : বদলাতে দাও বেগম, বদলাতে দাও। পরিবর্তনই তো জীবন। জীবনই প্রগতি।

[রহমত চিঠি নিয়ে ঢোকে]

কার চিঠিরে, দেখি— (খাম পড়ে) সৈয়দ এ. হক চৌধুরী (খাম খুলে পড়া শেষ করে রাগে দাঁত চেপে) তোমার ছেলের গুণপনার কথা শোন। ব্যাংক থেকে চিঠি দিয়েছে। তোমার ছেলে জেনে-শুনে কাকে চেক দিয়েছে, ওদিকে তার ব্যাংকে জমা নেই এক পয়সাও। হতভাগা কোথাকার! তুমি জান বেগম, এর জন্যে ওর জেল হতে পারে।

বেগম : তোমার যতসব অলক্ষুণে কথা। ছেলে কি আমার কাউকে ঠকাবার জন্যে জালিয়াতি করেছে যে জেলে যাবে? ব্যাংকের টাকা শেষ হয়ে গেছে— এটা হয়তো ও ভুলে গিয়েছিল। আমার কিন্তু বাপু তবু মনে হয় ব্যাংকওয়ালাদের এটা বড্ড বাড়াবাড়ি—চেকের টাকাটা দিয়ে দিলেই হতো। তোমার নাম, যশ, প্রতিপত্তি এসব খেয়াল করেও তো—

সৈয়দ : আইনের চোখে এসবের দাম এক কানাকড়িও না।

[আফজাল চা খেতে ঢোকে। মুখ চোখ একটু মাজাঘষা। তাড়াতাড়ি শেভ করতে গিয়ে একটু কেটে গেছে। দু'জনের মধ্যে এসে বসে।]

আফজাল : (গলায় নকল খুশি ও স্বাভাবিকতার চেষ্টা) ঘুম থেকে উঠতে বড্ড দেরি করে ফেলেছি আজ। আমার চা-টা দাও না আম্মা। কোনো চিঠি নেই আমার আজ? (খাম খোলা হয়েছে দেখে) আমার চিঠি খোলা কেন? আমি কতদিন বলেছি যে আমার চিঠি অন্য কেউ খুলুক তা আমি—

সৈয়দ : ও নাম যে আমারও হতে পারত সেটা বুঝি নজরে পড়ল না?

আফজাল : সেটাও আমার দোষ। (চিঠি পড়ে) ইতর কোথাকার!

সৈয়দ : (বাঁকা চোখে) এত সহজে বেঁচে যাওয়ার যোগ্য নও তুমি।

আফজাল : (করুণ) সকালবেলার চা-টাও কি তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে দেবে না আম্মা?

বেগম : (সৈয়দকে) যথেষ্ট বকেছ। বাছাকে এবার একটু শান্তিতে চা খেতে দাও।

সৈয়দ : হুম। তুমি ভাবতে পার না বেগম, আমি না থাকলে ওর আজ কী দশা হতো। আমার ছেলে না হয়ে অন্য কোনো সাধারণ লোকের সন্তান এমন অপরাধ করলে, সারাজীবন ধরে পস্তাতে হতো। আমার বাড়ি একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্নীতির ডিপো হয়ে উঠেছে। কোনো রকম ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, শুভবোধ, আদর্শ— কিছুই কি তোর থাকতে নেই ? দিন দিন তোরা কি হয়ে যাচ্ছিস বলতো ? জেনে শুনে মিথ্যে চেক্! ছিঃ ছিঃ, তোদের বয়সে এরকম কাণ্ড করা দূরে থাক— ভাবতেও পারতাম না।

আফজাল : হয়তো দরকার পড়েনি কোনোদিন। টাকার কমতি ছিল না।

সৈয়দ : আলোচনায় উত্তেজিত হওয়া আমার স্বভাব নয়। তবে জেনে রাখ—টাকার ব্যাপারে আমার বাবা তোমার বাবার মতো মুক্তহস্ত ছিলেন না।

আফজাল : মাসে কত করে হাতখরচ পেতেন আপনি ?

সৈয়দ : ওসব বাজে কথা তুলে নিজেকে ফাঁকি দিও না। যে অপরাধ করেছ তার গুরুত্বটা উপলব্ধি করে লজ্জিত হতে চেষ্টা কর।

আফজাল : অন্যায় করেছি একথা আমি অস্বীকার করেছি একবারও ? টাকার টানাটানি না পড়লে এরকম কাজ মানুষ শখে করে না।

সৈয়দ : টাকার টানাটানি ? গত বোরবার যে দুশো টাকা নিয়ে গেলে, এর মধ্যে তার কত টাকা কিসে কিসে উড়িয়েছ ?

আফজাল : (ঠেকে ঠেকে) মানে, হঠাৎ হিসেব না করে বলতে পারছি না।

সৈয়দ : কত টাকা হাতে আছে ?

আফজাল : (হেসে, মরিয়া) সবটা খরচ হয়ে গেছে।

সৈয়দ : কী বললে ? স-ব ?

আফজাল : উহ্! কী সাংঘাতিক মাথা ধরেছে— (কপাল টিপতে থাকে।)

বেগম : মাথা ধরেছে ? ইস্ এতক্ষণ বলিস নি কেন? নতুন করে এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে আসতে বলব বাবা ?

আফজাল : থাক্, দরকার নেই। কিছু খেতে পারব না। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে যেন।

বেগম : আহা বেচারা! এদিকে আয় তুই। আমার সঙ্গে ওপরে আয়। একটু বাম ঘষে দেব। দেখবি দশ মিনিটে সব ভালো হয়ে যাবে। চল।

আফজাল : চল।

[দু'জনেই চলে যাবে। সৈয়দ সাহেব দাঁত কামড়ে চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন। রহমত ঢুকে দেখে, ভেতরের দিকে যাচ্ছিল।]

সৈয়দ : এই, কী চাই ?

রহমত : ছোট সাহেবকে খুঁজছিলাম।

সৈয়দ : কী দরকার ?

রহমত : (এড়িয়ে) আমি মনে করেছিলাম ছোট সাহেব বুঝি এখানেই রয়েছেন।

সৈয়দ : (সন্দেহ) তা বুঝলাম। কিন্তু কেন খুঁজছিলে সেটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : ওনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

সৈয়দ : কী রকম একজন ?

রহমত : স্ত্রীলোক।

সৈয়দ : স্ত্রীলোক ? এই সাত সকালে ? ভদ্রমহিলা ?

রহমত : হুজুর, সে আমি অত—

সৈয়দ : দেখে স্কুল-কলেজের মেয়ে মনে হয় ?

রহমত : হবে হয়তো, হুজুর।

সৈয়দ : কী চায়, বলেছে কিছু ?

রহমত : না।

সৈয়দ : কোথায় বসতে দিয়েছিস ?

রহমত : হল ঘরে।

সৈয়দ : হল ঘরে ? কী রকম মেয়ে না জেনে শুনে একেবারে হল ঘরে নিয়ে বসালি কেন ? জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললে টের পাবি তুই ?

রহমত : সেরকম মনে হয়নি, হুজুর।

সৈয়দ : থাক, এখানে নিয়ে আয়। আমি দেখা করব।

[সৈয়দ সাহেব একটু পায়চারি করে বসেন। রহমত মহিলাকে নিয়ে ঢোকে। তরুণী। পোশাক ও প্রসাধন চটকদার হলেও এখন সর্বাঙ্গে উদ্বেগ ও ক্লান্তির ছাপ। রহমত চলে যাবে।]

তরুণী : (দেখেই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত) ওহ্, আপনি ? কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে— (পিছু হটতে শুরু করে)

সৈয়দ : কার সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি ?

তরুণী : মানে— মি. এ. হক চৌধুরী তো এই বাড়িতেই থাকেন ?

সৈয়দ : আমার নামই এ. হক চৌধুরী। কী চাও তুমি ?

তরুণী : আপনারও ঐ নাম ? ওহ্— (বুঝতে চেষ্টা করে। চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।)

সৈয়দ : (তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে) তুমি বোধহয় আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ?

তরুণী : (থতমত) জি, জি, আমি আপনার ছেলের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।

সৈয়দ : কোত্থেকে আসছ ?

তরুণী : (করুণ আবেদন) আমার নাম— ওহ্ নাম বললে চিনবেন না আপনি। মানে সত্যি বলছি, কোনোরকম গণ্ডগোল করতে আমি আসিনি। শুধু আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব। (একটু দৃঢ়) মানে, দেখা আমাকে করতেই হবে।

সৈয়দ : (কোনোরকমে সংযত) ওর শরীর ভালো নেই। শুয়ে পড়েছে। যদি আমাকে বললে কোনো কাজ হয়, বলতে পার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী : ওহ্, শরীর ভালো নেই ? কিন্তু আমি যে শুধু তার সঙ্গে দেখা করব বলেই ছুটে এসেছি। দেখা যে আমাকে করতেই হবে, করতেই হবে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে, আবেগে) কোনোরকম গোলমাল করতে চাইনি আমি— বিশ্বেস করুন আমাকে। বিশ্বেস করুন। গতরাতে আপনার ছেলে আমার কাছ থেকে আমার ব্যগটা—

সৈয়দ : (কঠিন) তোমার ব্যাগ ?

তরুণী : আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

সৈয়দ : কী বলতে চাও তুমি, পরিষ্কার করে বল।

তরুণী : আমি কিছু বলতে চাই না। কোনো নালিশ করতে আসিনি আমি। কোনো হৈ চৈ করতে চাইনি আমি— ভাবিও নি যে— (ধরা গলায়) কিন্তু আমার যা ছিল, সব টাকা, ওর মধ্যেই ছিল।

সৈয়দ : কিসের মধ্যে ? কোথায় ? তোমার কোনো কথা বুঝতে পারছি না আমি।

তরুণী : একটা বড় রঙিন ব্যাগ। তার ভেতর একটা ছোট রেশমের থলের মধ্যে আমার কিছু টাকা ছিল। খুব বেশি টাকা নয়। হয়তো ওর জন্যে আমার এখানে আসাও উচিত হয়নি। আসতেও আমি চাইনি। কিন্তু টাকাগুলো আমার এক্ষুণি বড় দরকার।

সৈয়দ : আমার ছেলে, তোমার টাকা, এ-কী বকছ ? বুঝিয়ে বল।

তরুণী : বুঝতে পারছেন না ? সে কি তখন মানে— মানে সে তো তখন একদম অন্য মানুষ।

সৈয়দ : মানে ?

তরুণী : আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার ছেলে তখন নেশায় টলছে।

সৈয়দ : আমার ছেলে ? কোথায় ?

তরুণী : আমার ওখানে।

সৈয়দ : (ডাকেন) রহমত ! তুমি— তুমি আমার বাড়ি চিনলে কী করে ? ঠিকানা জানলে কী করে ?

তরুণী : আপনার ছেলে দেয়নি। আমি তার ওভারকোটের পকেট থেকে জেনে নিয়েছিলাম।

সৈয়দ : ওহ্। আমার ছেলে দিনের আলোয় তোমায় চিনতে পারবে ?

তরুণী : পারবে না মানে ? চোখের মাথা যদি দিনেও না খেয়ে বসে থাকে— মানে— ইয়ে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবে।

[রহমত ঢুকবে]

সৈয়দ : ছোট সাহেবকে এখানে পাঠিয়ে দে। তোমাদের পরিচয় কতদিনের ?

[রহমত বেরিয়ে যায়। সৈয়দ অস্থিরভাবে পায়চারি করেন।]

তরুণী : এই চার পাঁচ দিনের হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : আশ্চর্য! আমি— আমি—

[আফজাল ঘরে ঢুকেই আঁতকে ওঠে। তরুণী উদ্ভটভাবে হেসে ফেলে। সৈয়দ সাহেবের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সব একেবারে জমে যায়।]

এই যে আফজাল। এই মেয়ে— মানে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে শুনলাম গতরাতে— গতরাতেই না ?— এর কাছ থেকে জোর করে—

তরুণী : আমার ব্যাগটা নিয়ে এসেছেন আপনি। আমার সব টাকা ছিল ওর মধ্যে।

আফজাল : ব্যাগ ? (এদিক ওদিক তাকিয়ে) কিসের কথা বলছ ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সৈয়দ : (কঠিন) মেয়েটাকেও চিনতে পারছ না ? গতরাতে একে দেখনি তুমি ?

আফজাল : কে, আমি ? (দাঁত চেপে মেয়েটিকে) এ তুমি কী করেছ ? এখানে মরতে এলে কেন ?

তরুণী : (কেঁদে ফেলে) বিশ্বেস কর আমাকে—আমি কারো কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। আমার কী লাভ তাতে ? কেন করব ? তুমি আমার হাত থেকে থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে— মনে করে দেখ— মনে পড়ছে না তোমার ? আমার সব কিছু যে ওরই মধ্যে ছিল। বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই তখনই আর তোমার পেছন পেছন আসিনি, পাছে তোমাদের বদনাম হয়। আর এখন—

সৈয়দ : আফজাল, যা বলার সোজাসুজি আমাকে বল। জবাব দাও।

আফজাল : (মরিয়া) আমার কিছু মনে পড়ছে না। (চাপা গলায়) নিজে না এসে লিখে জানালে না কেন আমাকে ?

তরুণী : (কান্না) আমার যে এখনই দরকার। এ বেলা ভাড়া না দিতে পারলে বাড়িওয়ালা ঘাড় ধরে বের করে দেবে। (সৈয়দ সাহেবকে) পান থেকে চুন খসলে আমাদের শাস্তি হয়, কারণ আমরা গরিব লোক কিনা।

আফজাল : (মাথা টিপে) উহ্, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি কিছু মনে করতে পারছি না।

তরুণী : আপনি নিয়েছেন, নিয়েছেন, নিয়েছেন। আমি বলছি, আপনি নিয়েছেন। কেড়ে নিয়ে হাসছিলেন আর চিৎকার করছিলেন— কেমন জব্দ, কেমন জব্দ— মনে পড়ছে না আপনার ?

আফজাল : (নিরুপায়) দাঁড়াও, আমি খুঁজে দেখছি। যদি নিয়ে থাকি তাহলে হয়তো এখানেই আছে! যতসব! এমন কাণ্ড কী করে যে আমি করতে পারি, ভাবতেও পারি না। দেখি—

সৈয়দ : কী করে যে করতে পার, আমিও তাই ভাবছিলাম।

তরুণী : উনি কি আর তখন, ঠিক এই রকম মানে, মানে উনি কি তখন আর ঠিক ছিলেন নাকি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (দাঁতে কামড় দিয়ে) তোমার জন্যে এখন কী করতে হবে আমায়?

সৈয়দ : কী করতে হবে? ওর জিনিসটা আগে এনে দাও।

আফজাল : খুঁজে দেখছি। থাকলে এনে দেব।

[তাড়াতাড়ি চলে যাবে। মেয়েটিকে বসতে ইঙ্গিত করেন সৈয়দ সাহেব। অস্বস্তিকর নীরবতা। একটু পরে আফজাল ঘরে ঢোকে—হাতে রঙিন ব্যাগ।]

এইটে তোমার ব্যাগ? কিন্তু টাকার থলি তো এর মধ্যে কোথাও দেখলাম না। চাকর-বাকরদেরও জিজ্ঞেস করে দেখেছি। সত্যি এর মধ্যে ছিল তো?

তরুণী : (কান্নারুদ্ধ) কতবার বলব ছিল, ছিল, ছিল। আমার সব, একটা রেশমের থলির মধ্যে, ওরই মধ্যে। দোহাই তোমার, আমার টাকাগুলো ফেরত দাও।

আফজাল : কান্নাকাটির দরকার নেই। কত টাকা ছিল?

তরুণী : আমার সর্বস্ব, চল্লিশ টাকা বারো আনা।

আফজাল : তুমি চলে যাও এখন। আমি চেক লিখে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তরুণী : পরে নয়। আমাকে এক্ষুণি দিতে হবে। আর একদিন দেরিও বাড়িওয়ালা সহ্য করবে না। এমনিতেই দু'মাস দেরি হয়ে গেছে। দোহাই তোমার, তোমাদের তো কত টাকা। আমার এ কটা দিতে—

আফজাল : আমার হাত এখন একদম খালি। এক পয়সাও পকেটে নেই।

তরুণী : দিতে হবে, দিতে হবে। আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও। টাকা নিয়ে তবে আমি এখান থেকে যাব। দাও, দাও, দাও।

আফজাল : কোত্থেকে দেব? কথা বোঝ না কেন? তুমি বাড়ি যাও। আমি যেখান থেকে পারি যোগাড় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তরুণী : (উত্তেজিত, চিৎকার) না, না, না। আমি যাব না। আমার টাকা তুমি দেবে না কেন? দিতে হবে। দরকার হয় তো আমি থানায় যাব। নালিশ করব। কেন দেবে না তুমি আমার টাকা?

সৈয়দ : (ঘরের কোণ থেকে এগিয়ে এসে) চুপ কর। অত চিৎকার করো না। (পকেট থেকে পাঁচটা দশ-টাকার নোট বের করে মেয়েটিকে দেয়) বাড়তিটুকু রেখে দিও। তোমার থলি আর গাড়িভাড়ার খরচ ওতে হয়ে যাবে। এখন যাও তুমি। কিছু বলতে হবে না, যাও।

[ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে মেয়েটি উভয়ের মুখের দিকে তাকায়। আফজালের দিকে চোখ পড়তেই একটা বিকৃত হাসিও বুঝি বের হয়। আস্তে চলে যাবে।]

চমৎকার! চমৎকার! কিছু বলবার আছে তোমার? জবাব দাও

আফজাল : না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ — এই তোমার দুশো টাকার হিসেব, না ? লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! কেবল বাবার নাম বিক্রি করে আর কতকাল চলবে, ভেবে দেখেছিস কখনো ? হতভাগা, তোর কি কোনোরকম নীতিবোধের বালাই নেই ? সমাজের তোরা একটা আবর্জনা। তোদের মতো জন্তু সমাজের দুশমন। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। এ মুখ লোককে দেখাবি কী করে ? তোর মা তবু হয়তো বোঝাতে চাইবে আমাকে। পশু কোথাকার! চুরি ডাকাতিতেও হাত পাকিয়েছ ! হ্যাঁ চুরি— অন্য কেউ এরকম কাজ করলে এত সহজে নিস্তার পেত না। আচ্ছামতন শিক্ষা না দিলে তোমাদের মতো জানোয়ারদের শায়েস্তা করা যায় না। (আবেগ) সমাজের কলঙ্ক, নোংরা আবর্জনা বিশেষ! বিপদে পড়লে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আমার কাছে হাত পেত না। সাহায্যের যোগ্য মানুষ নও তুমি।

আফজাল : (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) তাই হবে। শত বিপদে পড়লেও আর আসব না আপনার কাছে। এ যাত্রায় আপনি কেন আমায় উদ্ধার করলেন, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার হয়েছে। সবটা নিশ্চয়ই আদর্শ আর নীতিবোধ থেকে নয়।

সৈয়দ : কী বকছ ?

আফজাল : ছেলের কীর্তি যেন খবরের কাগজে প্রকাশ না পায়। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে আপনার সামাজিক পদমর্যাদায় আঘাত করত, সেই ভয়ে!

সৈয়দ : চুপ কর। বেয়াদপ কোথাকার! (অস্বস্তি বোধ করে এড়াতে চান) এখান থেকে সিগারেটের কৌটাটা গেল কোথায় ?

আফজাল : এখানেই তো ছিল।

সৈয়দ : রহমত!

[রহমত প্রবেশ করে]

রহমত : জি হুজুর।

সৈয়দ : সিগারেটের কৌটা কে সরাল এখান থেকে ?

রহমত : আমি কাল রাতেও টেবিলের উপর দেখেছিলাম। সকালে ঘর গোছাতে গিয়ে দেখি— নেই।

সৈয়দ : উপরের কোনো ঘরে নেই তো ?

রহমত : সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। সব্বাইকে জিজ্ঞেসও করেছি। কোথাও নেই। (নিচু গলায়) কয়েকটা পোড়া সিগারেটও সকালবেলায় দেখেছি। তার মানে ছোট সাহেব নিশ্চয়ই রাতে ওটা দেখেছিলেন। আমার ভয় হচ্ছে— কেউ হয়তো সকালের দিকে ওটা চুরি—

আফজাল : (অস্বস্তি) চুরি ?

সৈয়দ : চুরি ? শুধু রূপার কৌটাটা ? আর কিছু খোয়া যায়নি তো ? ভালো করে দেখেছ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : জি, আর সবই ঠিক আছে।

সৈয়দ : সকালে সব ভালো করে দেখেছিলে ? জানলা-টানলা কিছু খোলা ছিল না তো ?

রহমত : জি না। (নিচু গলায়) ছোট সাহেব বোধহয় দরজাটা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

[আফজাল দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রুকুটি করে।]

সৈয়দ : সকালবেলা এ ঘরে কে কে এসেছিল ?

রহমত : আমি আর সোনার মা।

সৈয়দ : না, না, এসব ভালো কথা নয়। ঘর থেকে এসব ছোটখাট জিনিস উবে যাওয়া মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। আফজাল, তোমার আম্মাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ তো।

[আফজালের প্রস্থান]

রহমত : আম্মা কিছু জানেন না।

সৈয়দ : তোমার কাউকে সন্দেহ হয় ?

রহমত : জি না।

সৈয়দ : সোনার মা কত দিন হয় এখানে আছে ?

রহমত : এই এক মাস হলো বলে।

সৈয়দ : স্বভাব-চরিত্তর ?

রহমত : তেমন মন্দ কিছু শুনিনি।

সৈয়দ : এ ঘর আজ ঝাড় দিয়েছে কে ?

রহমত : সোনার মা।

সৈয়দ : ও কি এ ঘরে একলা ছিল কখনো ?

রহমত : ছিল।

সৈয়দ : কখন ? তুমি সেটা জানলে কী করে ?

রহমত : আমি ঘর গেছাতে আসবার আগে থেকেই ও ঘর ঝাড় দিচ্ছিল।

সৈয়দ : তারপর থেকে সারাদিন ও বাড়িতেই আছে ? একবারও বাইরে যায়নি ?

রহমত : না, মানে, একবার তরকারি বাগানে গিয়েছিল। কাঁচা মরিচ আনতে।

সৈয়দ : হুম্! এখন বাড়িতেই আছে ও ?

রহমত : রান্নাঘরে! কাজ করছে।

সৈয়দ : হুম্। না, না, আমার বাড়িতে আমি কক্ষণো এসব সহ্য করব না। চাকর-বাকরদের মধ্যে এসব স্বভাবের প্রশ্রয় দেয়া মানেই সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনা। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এসব ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর রকম কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত : জি হুজুর।

সৈয়দ : সোনার মা'র বাড়ির অবস্থা কেমন ? ওর স্বামী কী করে ?

রহমত : আগে শুনেছি কোথায় যেন কাপড়ের মিলে কাজ করত।

সৈয়দ : এখন কী করে ?

রহমত : সে চাকরি বোধহয় নেই এখন।

সৈয়দ : হুম্। কাউকে কিছু বলো না এখনো। সোনার মাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

রহমত : জি হুজুর।

[রহমত বেরিয়ে যায়। সৈয়দ সাহেবের মুখ গভীর চিন্তায় কুঁচকে থাকে। বেগম ও আফজাল ঢুকবে।]

বেগম : আশ্চর্য! আমার এখানে আগে তো এরকম কাণ্ড কখনো হয়নি। রহমত এ কাজ করতে পারে না। বাবুর্চিও না। ওরা একরকম বলতে গেলে আমার এখানেই মানুষ।

সৈয়দ : হুম্।

বেগম : আর কাউকে অনর্থক সন্দেহ করা আমি একদম পছন্দ করি না।

সৈয়দ : এটা পছন্দ-অপছন্দের কথা হচ্ছে না, আফজালের মা। এটা ন্যায়-অন্যায় বিচারের প্রশ্ন। সুস্থ নীতিবোধ যে পরিবারে—

বেগম : সোনার মা এমন কাজ করবে তাও ভাবতে পারি না। ডিপ্‌টি ভাইর বৌয়ের সুপারিশেই ওকে আমি জায়গা দিয়েছি।

সৈয়দ : সে কিছু জানে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই সোনার মাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমরা দূরে থাক। অকারণে আমিও কাউকে সন্দেহ করতে যাচ্ছি না। অনর্থক তাকে ঘাবড়ে দেয়াও আমার ইচ্ছা নয়। শুনেছি ওর বাড়ির অবস্থা নাকি খুব খারাপ। ওর জন্যে আমার দরদ পুরোপুরি। সমাজের গরিবদের জন্যে আর কিছু করতে না পারি অন্তত ওদের জন্যে দরদ ও সহানুভূতি আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।

[সোনার মা ঢোকে।]

সোনার মা : আমারে ডাকছেন ?

সৈয়দ : হ্যাঁ, মানে, তোমার স্বামীর নাকি আজকাল কোনো চাকরি নেই ?

সোনার মা : অনেকদিন হইল নাই। চেষ্টা করতাছে।

সৈয়দ : পরিবারে কজন তোমরা ?

সোনার মা : পাঁচজন। তিনডা পোলা-মাইয়া। ওয়ারা আর কতটুগই বা চাইল গিলে।

সৈয়দ : বড়টির বয়স কত ?

সোনার মা : পোলা। নয় বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : কিছু করে ?

সোনার মা : জি না। একদম পোলাপান।

সৈয়দ : সকলের পেট তোমার রোজগারেই চলে ?

সোনার মা : সোনার বাপের যখন চাকরি আছিল তখন কিছু অভাব ছিল না আমাগো। পোলা মাইয়াগুলারে কত আদর করত!

সৈয়দ : আজকাল ?

সোনার মা : কাজ না পাইয়া পাইয়া কেমন যেন বদলাইয়া গেছে আইজকাল।

সৈয়দ : সঙ্গে অন্য কোনো দোষ-টোষও আছে নাকি ?

সোনার মা : মিছা কথা কমু না। সরাব পাইলে মইধে সইধে খায়।

সৈয়দ : এবং টাকার জন্যে দরকার হলে তোমার উপর জুলুমও করে ?

সোনার মা : এইটা মিছা কথা সাব। আমার টাকা সে ছোঁয় না। মানুষডা আসলে খারাপ না। কেবল মধ্যে মধ্যে কেমন যেন হইয়া যায়। হ, তখন আমারে মারেও।

সৈয়দ : চাকরি খুঁইয়েছে কতদিন ?

সোনার মা : ঠিক মনে নাই। তা অনেকদিন হইব।

সৈয়দ : বিয়ে হয়েছে কতদিন ?

সোনার মা : আইজ আষ্টো বছর।

বেগম : (চমকে) আট ? কী বলছ সোনার মা ? তোমার বড় ছেলের বয়সই তো বললে নয়।

সোনার মা : আমাগো আর সরম কী আম্মা ? ঠিকই কইছি। এইটার লাইগাই তো ওর চাকরি গেছে। আমি ফ্যাক্টরির সাবের বাড়িতে চাকরানী আছিলাম। হে গাড়ির কাম করত।

সৈয়দ : মানে, বিয়ের আগেই ওর সঙ্গে তোমার, মানে—

বেগম : আহ্ থাম!

সোনার মা : হ' সাব। হেই সাব মানুষ বড় ভালো আছিল। আমাগো বিয়া দেওয়াইয়া চাকরি থাইকা ছাড়াইয়া দিল। কইল, আমাগো দেইখা বেবাকে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সৈয়দ : এখন থাক কোথায় ?

সোনার মা : এই বড় রাস্তার শ্যাষে দক্ষিণ মুড়ায় যে বস্তি আছে, হেইখানে একটা ঘর লইছি। মাসে আট টাকা কইরা ভাড়া।

সৈয়দ : রীতিমতো ভাড়া দিতে পারছ ?

সোনার মা : এই মাসের এখনো দিতে পারি নাই।

সৈয়দ : তোমার স্বামী বোধহয় ঘরে কিছু আনে না ? কিছু রোজগার হলে সেটা বুঝি বাইরেই উড়িয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : পোলা মাইয়ার লাইগা পয়সা আমার হাতে তুইলাও দিছে। কিন্তু আইজ-কাইল সাব রোজগারের রাস্তা কই ? থাকলে কি আর হে বইয়া বইয়া বৌয়ের ভাত গিলত ? অ্যামন মানুষ হে না। আইজ-কাইল চাকরি নাই কেন সাব ?

সৈয়দ : যাক। সেসব আলোচনা থাক। ও হ্যাঁ, সোনার মা, তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ডেকেছিলাম। একটা রূপার কৌটা সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সোনার মা : (স্থির দৃষ্টি মেলে) আমি দেখি নাই তো!

সৈয়দ : সামান্য জিনিস! কিছু না, সিগারেটের একটা রূপার কৌটা, কোথায় পড়ে-টড়ে থাকতে দেখেছ নাকি ?

সোনার মা : (সন্দেহ বুঝতে পারে; অস্বস্তি) কোন ঘরে আছিল ?

সৈয়দ : রহমত, কোন ঘরে না, এই টেবিলের ওপরেই তো ছিল, না ?

সোনার মা : আমি দেখি নাই। সকালে দেখলে মনে থাকত।

সৈয়দ : ওহ্, সকালে তুমি ওটা দেখেছ বলেই মনে পড়ছে না ?

সোনার মা : সকালেও দেখি নাই, পরেও না। যদি দেখি কোনোখানে, জানামু। আমি যাই সাব ?

সৈয়দ : হুম্!

[সোনার মা বেরিয়ে যায়। মা-ছেলে-বাবা এর ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং তখন নেমে আসে পর্দা।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সোনার মা'র ঘর। বেড়ার চাল। কত গরিব তা ঘরের চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাবে। অনেক কালের প্রাচীন দারিদ্র্য—অভাবে অনটনে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা তক্তপোষের ওপর ছেঁড়া বুট সুদ্ধ হা করে ঘুমুচ্ছে কুদ্দুস।]

সোনার মা আঁচলের গেরো থেকে তিন চারটে আলু আর বেগুন মেঝের ওপর রাখে। কোণের মুখভাঙা মাটির কলসিটা হাতড়ে আড়াই মুঠো চাল বের করে একটা মাটির পাতিলে নেয়। মাটিতে বসে কিছুক্ষণ করুণ পলকহীন চোখে পরিমাণের ক্ষুদ্রতা বিচার করে বোধহয়। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।]

কুদ্দুস : (হাই তুলে, নড়েচড়ে) কে, সোনার মা? কটা বাজল রে?

সোনার মা : যখন রওনা হই তখন দুইডা বাজে।

কুদ্দুস : আজ যে বড় জলদি ছেড়ে দিল? কিছু খেতে দিতে পারবি?

সোনার মা : ঐ বাড়ির বাবুর্চি দুইটা আলু বেগুন দিছিল। চাইলের লগে সিদ্ধ দিয়া দিছি। একটু সবুর কর। (যেতে যেতে) ঘর ভাড়ার কী করছ? আইজ না দিলে বাইর কইরা দিব কইছে।

[বাইরে যায়। মনে হয় চোখের আড়ালে পাশেই কোথাও উনুন ধরিয়েছে। কুদ্দুস তাই বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলছে, যদিও সোনার মা দর্শকের চোখের আড়ালে।]

কুদ্দুস : কুদ্দুস মিয়াকে ঘরের বার করা অত সহজ নয়। ভাড়া নিতে আজ আসুক না। এ্যায়সা ভেড়া বানিয়ে দেব ব্যাটাকে! রোজ রোজ একটুখানি চাকরির জন্য হাজার হাজার লোকের কাছে হাত পাতা! ঘেন্না ধরে গেছে! 'হুজুর একটা নকরি', 'বালবাচ্চা সব না খেয়ে মরার মুখে'— বলতে বলতে সোনার মা, মুখে ফেনা উঠে এসেছে। জিভে ঘা হয়ে গেছে। এমন করে তাকায় মনে হয় যেন ওর সর্বস্ব কেড়ে নিতে গেছি! কোর্মা খেতে চাইনি— শুধু দু-টুকরা রুটির দাবি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলাম—কোনো মতে শরীরের মধ্যে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আহাম্মকের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে রাজি হয়েছি। তবু একটুকু সুযোগ দিল না এরা? এই হলো ইনসাফ্— এই হলো এদের বেরাদেরানী—মানুষ ভাই ভাই। (সোনার মার দিকে এগিয়ে) একটা কথাও বলছিস না কেন? চুপ করে রয়েছিস কেন? কিছু বল। মুখ বুজে চোখে আঁচল চেপে চেপেই তো মরলি— মর! কিন্তু শুনে রাখ— কুদ্দুস সব খতম করবে আজ। জিভ লম্বা করে ছদ্‌কা চাইব না আর। (চিৎকার করে) জোচ্চোর, জোচ্চোর— সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালা জোচ্চোর— বেঈমান। বেঈমানকে ডরাবে এমন বান্দা কুদ্দুস নয়। অনেক হয়েছে, বেঈমানদের কাছে অনেক কেঁদেছি— অনেক মেগেছি। আর না। কৈতরের জান তোর। তুই হালাল রোজগার দেখ গে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি।

সোনার মা : (ঢুকে) তুমি যখন ঠিক থাক তখনও মধ্যে মধ্যে এমন কথা কও যে শুনলে ডরে আমার রক্ত হিম হইয়া যায়। বড়লোকের সামনে হাত না পাতলে আমাগো চলব ক্যামনে? চাকরি না খুঁজলে চাইল দিব কে আমাগো? একটু পরে বাড়িওলা আইব— তারে বিদায় করবা ক্যামনে হেইডা কও।

কুদ্দুস : সৎ রোজগার—চাকরি—কাজ। তোর নয়া মুনিবও কাজ করে। বসে বসে পেটের ভাত হজম হয় না। তাই আচকান টুপি লাগিয়ে মোটর হাঁকিয়ে অ্যাসেম্বিতে হাজির হন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন ফুসফুসের ময়লা বাতাস সাফ করার জন্যে, পেটের ভাত নাড়াবার জন্যে। এম.এল.এ.র লায়েক ছেলেও কাজ করে। অনেক কিছু গিলে, অনেক রাত পর্যন্ত টলে টলে ওরা এত কাজ করে বলেই ওদের তক্‌দির এত বড়।

সোনার মা : আহ্, আস্তে কথা কও। বেবাক কথা কি এ্যামনে কইতে আছে। কেউ হুনলে আমার চাকরিটাও যাইব।

কুদ্দুস : চিৎকার করে কাঁদতেও পারব না? হুম, তুই যে একেবারে নেতার বাণী শোনালি, সোনার মা। চামড়া উঠে যাক, গোস খসে পড়ুক, হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে যাক্—তবু টু' শব্দটি করা চলবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। শিখতে হবে সবুর, আত্মত্যাগ, আনুগত্য আর ভক্তি। শুনতে শুনতে সব বুলি একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে রে, সোনার মা।

[দরজায় টোকা ও কাঁশি]

সোনার মা : ঐ, বাড়িওলা আইছে বোধহয়।

কুদ্দুস : তুই আড়ালে যা। যা করার আমি করব।

সোনার মা : (যেতে যেতে) পায়ে পড়ি তোমার! পাগলের মত কৈরা বৈস না যেন।

[প্রস্থান]

কুদ্দুস : আসুন, ভেতরে চলে আসুন।

[জীর্ণশীর্ণ ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত এক মধ্যবয়সী লোকের প্রবেশ। কানে কলম। বগলে হিসাবের খাতা।]

জীর্ণশীর্ণ : দ্যাখো কুদ্দুস—মানে ঠিক আমার এতে কোনো হাত নেই। মুনিবের চাকর তাঁর ফরমাস মতো ভাড়া গুণে নিয়ে যাই।

কুদ্দুস : আদর্শ চাকরগুলো মুনিবের ফরমাস ছাড়া পাতের লোক্‌মাও মুখে তুলতে জানে না, এ আর এমন নতুন বাত কী শোনালেন?

জীর্ণশীর্ণ : হুম্।

কুদ্দুস : যার কুত্তা তার পা চাট্‌ব না, কি বলেন? এবং আপনারও যেন কোনো অসুবিধা না হয় এইজন্যে— এই ধরুন— (পকেট থেকে একটা দশ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোট বার করে) ঘরভাড়া বাবদ নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যান। আদাব।

[চোখ বড় করে জীর্ণ ব্যক্তির প্রস্থান। আড়াল থেকে ছুটে প্রবেশ করে সোনার মা।]

সোনার মা : টাকা কই পাইলা তুমি ?

কুদ্দুস : (রেশমের থলিটা দেখিয়ে) পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। টাকার থলি। মোট চল্লিশ টাকা বার আনা ছিল ওটাতে।

সোনার মা : হায় খোদা! কী করছ তুমি!

কুদ্দুস : কী চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিস তুই। বললাম না পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সোনার মা : কারো নাম লেখা আছিল না ওইডার মধ্যে ?

কুদ্দুস : না। এ জিনিস যার, অত বড়লোক সে নয়। নাম ঠিকানার ছাপানো কার্ড থাকলে সেটা ব্যাগে রাখত। শুঁকে দেখ্ একবার। (সোনার মা নাকের কাছে তুলে ধরে) এর মালিক যে কোন জাতের আওরত খোশবু শুঁকেই বুঝতে পারছি।

সোনার মা : তোমারে আমি কী বুঝামু ? এই টাকা আমাগো না, তুমি নিলা ক্যান ?

কুদ্দুস : (হাসি) নিলা ক্যান ? তোর উপদেশ শুনে চলে চলেই তো এই হাল হয়েছে, আরো ? নিয়েছি, বেশ করেছি। হারানো জিনিস, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, নেব না কেন ? হালাল রোজগারের জন্য এতদিন যে কুত্তার মতো দোরে দোরে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি এক টুকরো রুটিও দিয়েছে কেউ ? এ টাকা একশোবার নেব আমি, নেব আমার এতদিনকার চাকরি খোঁজার মেহনতের বেতন হিসেবে। আরো আগেই আদায় করা উচিত ছিল, দেরি হয়ে গেল!

[সোনার মা বাইরে যায়। একটা মাটির বাসন আনে, আবার একটু নুন আনতে যায়। এই রকম নড়াচড়া চলবে।]

সোনার মা : জামাটা খুইলা তুমি বও। ঘরে যা আছিল পোলা মাইয়াগুল খাইয়া বাইর অইছে। তুমি জলদি কইরা বও। বেবাক আইয়া পড়লে খাইতে পারবা না।

কুদ্দুস : কুছ পরোয়া নেই, সোনার মা। সব্বাইকে নিয়েই না হয় খাব। একদিনই তো। একদিনই কেন বললাম, বুঝলি সোনার মা ? আজ পকেট ভর্তি টাকা আমার! কিন্তু এবার তার এক কড়িও ফালতু খরচ করছি না। তোর হাতে দশটা টাকা গুজে আমি বেরিয়ে পড়ব নিজের তক্‌দির পরখ করতে।

সোনার মা : কী করবা ?

কুদ্দুস : রেঙ্গুন পাড়ি জমাব। নয়া জমিনে তক্‌দির ফেরে কিনা দেখব।

[নিস্তব্ধতা]

তুই যে একেবারে চুপ মেরে গেলি, সোনার মা ? আমি থেকে তো কেবল তোকে কষ্টই দিয়েছি। চলে গেলে একটু শান্তি পাবি জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার মা : (শান্ত) তুমি আমারে কষ্ট দিছ। কেবল কষ্টই দিছ, মিছা কথা না! তু গেলেই আমার খুশি হওন উচিত, হেও জানি। হমুনা যে, হেও জানি।

কুদ্দুস : তুই তো বড় আজব মেয়ে, সোনার মা। এদিকেও না, ওদিকেও ন যাকগে। আমার তক্‌দির তো একটু পাল্টে দেখি, যদি কপাল ফে তোকে বিয়ে করে অবধি শান্তি দেখিনি জীবনে, তুইও দেখিসনি।

সোনার মা : তোমার আমার দ্যাখা না হওনই বুঝি ভালা আছিল। কোনোখানে মিল ন আমাগো। হেয়া ভাইবা এ্যাখন লাভ কী? পোলা-মাইয়াগুলার কী হইব

কুদ্দুস : আমার পেট কমলে, ওরা আরেকটু বেশি খেতে পাবে। বাপ হয়েছি আমি বেয়াক্কেল, বেয়াকুফ। নিজের খাওয়া-পরার যোগাড় করতে পারি না, দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি ওগুলোকে।

সোনার মা : কোর্তাটা খুইলা মাথায় একটু পানি ঢাইলা আস। আমি ভাত লইয়া আসি।

কুদ্দুস : (শার্ট খুলতে খুলতে) লক্ষ্মীছাড়াগুলোকে এ দুনিয়ায় ডেকে আনার কোনো—কোনো—হক ছিল না আমার! মরে যাক্! মরে যায় না কেন সবগুলো!

[হঠাৎ শার্ট খুলতেই পকেট থেকে রূপার কৌটাটা পড়তেই কতগুলো সিগারেট ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। কুদ্দুসের কথা বন্ধ হয়ে যায়। সোনার মা এগিয়ে এসে রূপার কৌটাটা তুলে মরা চোখে দেখে। কুদ্দুস দাঁত চেপে]

কুদ্দুস : দে, আমার হাতে দে ওটা।

সোনার মা : এ তুমি কী করছ?

কুদ্দুস : (কৌটাটা ছিনিয়ে নিয়ে) চ্যাচাস না অত, হারামজাদি। যাওয়ার সময় ওটা এক্ষুণি আমি খালে ফেলে দেব। ওটা লোভে পড়ে আনিনি, নেশার ঘোরে পকেটে পুরে রেখেছিলাম। তোর বিশ্বেস হচ্ছে না, না? বিশ্বাস কর, সোনার মা, ওটা চুরি করিনি আমি, আমি চোর নই। নেশার ঘোরে ক্ষেপে গিয়েছিলাম বলেই ওটা তুলে নিই। সোনার মা, এ রকম করে তাকাসনে আমার দিকে, চোখ উপড়ে ফেলব তোর! সোনার মা, চুরি করিনি আমি!

সোনার মা : (আঁচল কামড়ে) এ তুমি কী করছ! সোনার বাপ, তুমি আমার সব খাইলা। আমি তাগো কাইল মুখ দেখামু ক্যামনে? ও যে আমাগো সাবের রূপার ডিব্বা।

কুদ্দুস : ওরা টের পেয়ে গেছে?

সোনার মা : (মাথা নেড়ে) ওরা আমারে সন্দো করছে। সোনার বাপ, এ্যামন কাম তুমি ক্যামনে করলা?

কুদ্দুস : বলছি নেশার ঘোরে করে ফেলেছি, তবু বিশ্বাস হয় না বুঝি তোর? এ জিনিস আমি চাই না, কোনো লোভ নেই আমার। কী, দোকানে বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়েছি আমি? আমাকে চোর বলে কোন্ শালা? চোর? ঐ এম.এল.এ.র বাচ্চা শালা কী তাহলে? ও চোর নয়? ও চুরি করেনি? ঐ রেশমের থলিটা কোন্ মাগির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসে আমার সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়াই কচ্ছিল। ও শালা চোর নয় ?

সোনার মা : ওয়ারা আমির, ওয়াগো লগে তোমার-আমার তুলনা চলে না। তুমি এয়া কী করছ, সোনার বাপ ?

কুদ্দুস : হুম্! বড়লোক, আমির! ব্যাস, তাহলে আর কী— (সোনার মা এগিয়ে এসে কৌটাটা আবার হাতে নেয়) ওটা আবার হাতে নিলি কেন ? রেখে দে, ভালো হবে না বলছি, দে!

সোনার মা : আমি ওটা ফিরাইয়া দিমু।

কুদ্দুস : কী বললি ?

[কুদ্দুস ছুটে আসে ছিনিয়ে নেবার জন্যে। সোনার মা ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই কাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে পেছিয়ে আসে। হাত থেকে রূপার কৌটা মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে সাদা পোশাক পরা ডিটেকটিভ। ঢুকেই হাতে তুলে নেয় রূপার কৌটা]

ডিটেকটিভ : (মৃদু হাসি। কুদ্দুসকে) ঘরের মধ্যেই হরিণী তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে নাকি ? (কৌটা দেখে) হুম্, নাম খোদাই করাই রয়েছে। (স্তব্ধ দম্পতিকে) আমি পুলিশের লোক। তোমার নামই সোনার মা ?

সোনার মা : জি।

ডিটেকটিভ : আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে। সৈয়দ এ. হক চৌধুরী এম.এল.এ.র অভিযোগমতে তোমাকে চুরির দায়ে আমি গ্রেফতার করলাম। সঙ্গে থানায় যেতে আপত্তি করলে আরো ঝামেলায় পড়বে।

সোনার মা : (অদ্ভুত শান্ত। বুকের ওপর হাত জড়ো করা। মাথার কাপড় ভালো করে টেনে দেয়া।) আমি চুরি করছি না। পরের জিনিসে কোনোদিন হাত দি নাই। এই রূপার ডিব্বার কথাও আমি কিচ্ছু জানতাম না।

ডিটেকটিভ : বড় পাতলা সাফাই হলো। সে বাড়িতে আজ সকালে তুমি ছিলে। যে ঘরে এটা ছিল সে ঘর তুমিই ঝাড় দিয়েছিলে। তোমার ঘর থেকেই এখন এটা বার হলো! তুমি বলছ তুমি কিছু জান না।

সোনার মা : আমি চুরি করছি না। করলে মিছা কথা কইতাম না।

ডিটেকটিভ : এটা এখানে এলো কী করে তাহলে ?

সোনার মা : কমু না।

ডিটেকটিভ : আচ্ছা ? এ লোকটা কে ?

সোনার মা : আমার সোয়ামি।

ডিটেকটিভ : তোমার বিবিকে নিয়ে যাওয়ার আগে তোমার কিছু বলার আছে ? (কুদ্দুস একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে) সোনার মা, চল।

সোনার মা : (ঠোঁট কাঁপছে) চুরি করলে মিছা কথা কইতাম না। তবু আমারে শাস্তি দিবা, না ? তোমারে দোষ দেই না সাব, সব আমার নসিব। হগোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকমেই আমারে চোর মনে হয়, তোমার দোষ নাই। আমার একটা কথা শুনবা সাব, পোলা-মাইয়াগুলারে একবার দেইখা যাইবারও দিবা না ? ঘরে আইয়া আমারে না দেখলে—

ডিটেকটিভ : তোমার সোয়ামি তো ঘরেই রইল। চল।

কুদ্দুস : খবরদার! (চিৎকার) ওর গায়ে হাত দিয়েছ কী শেষ করে ফেলব তোমাকে। ওকে ছেড়ে দাও। ও কিছু জানে না। আমাকে নিয়ে চল, আমি চুরি করেছি ওটা।

ডিটেকটিভ : (সোনার মা) তোমার স্বামী লোক ভালো। চল।

কুদ্দুস : তুমি ওকে নিতে পারবে না। আমি জ্যান্ত থাকতে তুমি ওকে নিতে পারবে না। (দরজা আগলে দাঁড়ায়) ও কোনো অন্যায় করেনি। কোনো অন্যায় ও কোনো দিন করেনি। অযথা কষ্ট দিলে খুন করে ফেলব তোমাকে!

ডিটেকটিভ : ছেলেমানুষী করো না। অত উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। তাছাড়া মুখ সামলে কথা না বললে তুমিও বিপদে পড়ে যেতে পার। (সোনার মা'র হাত ধরে) তুমি চল আমার সঙ্গে।

কুদ্দুস : (প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে) আমি বলছি আমি চুরি করেছি। আমি— আমি— আমি— ও নয়। ছেড়ে দাও ওর হাত। ভালো হবে না বলছি—

[হিংস্রভাবে এগিয়ে আসতেই ডিটেকটিভ ধাক্কা দিয়ে কুদ্দুসকে ফেলে দেয়। হুইসিলে ফুঁ দিতেই আরো দুজন পুলিশ লাফিয়ে ঘরে ঢোকে।]

ডিটেকটিভ : আহাম্মক! সাধ করে নিজের বিপদ ডেকে আনল। (পুলিশকে) ওটাকেও বেঁধে নিয়ে চল।

[কুদ্দুস তবুও ধস্তাধস্তি করে। সোনার মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। দু'জনকে জোর করে ধরে নিয়ে প্রথমে পুলিশ, পরে ডিটেকটিভ, রেশমি থলিটাও তুলে নিয়ে টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে প্রস্থান করে।]

[পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই বিকেল। সৈয়দ সাহেবের ঘর। সব্বাই খানা খেতে বসেছে। বেগম, তাঁর স্বামী ও ছেলে আফজাল]

সৈয়দ : (মুখ থেকে একটা আস্ত রান বের করে কাঁটার প্লেটে থপ্ করে রাখে) বাবুর্চির কি দিন দিন আক্কেল বাড়ছে না, কমছে! মুরগির গোশতও ভালো করে সেদ্ধ করতে পারে না ?

বেগম : আরেক টুকরো নাও। কাঠের আগুনে সমান আঁচ না হলে ওর কী দোষ! তোমাদের শাসন ব্যবস্থায় কয়লা তো আর আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না, গোশ্ত ওরকম কমবেশি শক্ত-নরম থাকবেই।

সৈয়দ : হুম। (আরেক টুকরো মুখে পুরে চিবোয়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : আব্বা, নিমক্‌টা একটু—

[সৈয়দ সাহেব বাড়িয়ে দেন]

বেগম : খান বাহাদুর সাহেবের বিবি কাল বড় আফসোস করছিলেন। এত করেও নাকি ওঁর বড় মেয়ে কেবল মোটা হয়েই চলেছে।

সৈয়দ : (চামচ দিয়ে গোশতের টুকরো বাছতে বাছতে) আরো মোটা ? খান বাহাদুরের বাড়িতেই না চাকর-চাকরানি নিয়ে একটা গোলমাল উঠেছিল ?

আফজাল : আব্বা স্যালাদের তস্তুরিটা—

[সৈয়দ সাহেব এগিয়ে দেন]

বেগম : সে এক কেলেঙ্কারি। বাবুর্চির সঙ্গে আয়ার গোপন মেশামেশিটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে দুজনকেই না তাড়িয়ে আর উপায় ছিল না।

সৈয়দ : অতটা না করলেও পারত, একটা বিয়ে-থা দিয়ে—

বেগম : তোমার যেমন কথা! অন্যসব চাকর-বাকরগুলো তাহলে কতটা আস্কারা পেয়ে যেত তা ভেবে দেখেছ একবার ?

সৈয়দ : এ্যাঁ, মানে, সেদিকটার কথা বলছিলাম না। আমি মানে— ইয়ে— নীতির দিক থেকে একটা—

আফজাল : কাবাবের প্লেটটা ওদিকে বুঝি!

[সৈয়দ সাহেব এগিয়ে দিতে বাধ্য হন]

বেগম : তুমি তো সব জান না। সে আয়া মেয়ে লোকটা আশ্চর্য রকম বেহায়া ? যাওয়ার সময় বলে কিনা, 'আপনারা এমনে তাড়াইয়া দিলে, আচমকা আবার চাকরি পামু কই ? কিছু টাকা বেশি দিয়া বিদায় করেন। কোনো গুনার কাজ তো করি নাই, দিবেন না ক্যান ?' বেটির জবাব শুনলে ? গুনাহর কাজ করেনি!

সৈয়দ : হুম!

বেগম : চাকর-বাকরগুলো আজকাল বেজায় লাই পেয়ে যাচ্ছে। সব কী রকম জোট বেঁধে চলে আজকাল। আমি টের পেয়েছি। কিছু বললেই আড়ালে গিয়ে নিজেদের মধ্যে গজর-গজর করে। এই রহমতটা পর্যন্ত সব সময়ে কী রকম একটা ঠাণ্ডা মুখোশ পরে থাকে, মনের মধ্যে ওর কখন কী হয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। অসহ্য!

আফজাল : রহমত আবার কী দোষ করল ? সব সময়ে সকলের ভেতরের কথা জানতেই হবে, তার কী মানে আছে ? এ আমি নিজেও পছন্দ করি না।

সৈয়দ : তোমার নিজের কথা আর জাহির করতে যেও না।

বেগম : এই লুকোচুরির স্বভাব আজকাল ছোটলোকগুলোর মধ্যে হাড়ে হাড়ে খেলছে। কখন যে সত্য কথা বলছে আর কখন ধাপ্পা দিচ্ছে, টের পাবার জো নেই রাস্তার ভিখিরিগুলোকে দেখ না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : (হাড় চুষতে চুষতে) আমায় কিন্তু ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। চোখ দেখে আমি ঠিক ধরে ফেলি, আসল না মেকি!

আফজাল : আব্বা, চাটনিটা!

[সৈয়দ এগিয়ে দেন]

সৈয়দ : ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে ছোটলোকগুলোর আলসেমি বাড়ানো আমার নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু কখনো কখনো যদি দেখি, চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে, একটা ডবল পয়সা ফেলে দিই। ওদের চেনবার আসল পথ হচ্ছে ওদের চোখ। যদি দ্যাখো মুখটা করুণ কিন্তু চোখ জিল্‌জিল্‌ করছে, আর তারা দুটো এদিক-ওদিক অনবরত নড়ছে, বুঝবে মতলব খারাপ, মিছে কথা বলে পয়সা রোজগারের ফিকিরে আছে। পেলে ফুর্তি করে ওড়াবে।

আফজাল : আচারটা একটু বেশি পুরনো নাকি আম্মা? কেমন তেতো তেতো লাগছে!

সৈয়দ : তেতো? কৈ না তো!

বেগম : মানুষ যে কেন জেনেশুনে মিছে কথা বলে, ভেবে পাই না। সত্য কথাটা বলতে অসুবিধাটা কী হয়, বুঝি না বাপু। আমার তো একটা মিছে কথা বলতেই এত কষ্ট হয়, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে।

সৈয়দ : কী করবে, ওই ওদের স্বভাব। আর ওদের এই স্বভাবের জন্যেই এই ছোটলোকগুলো মরল। তোর চেয়ে যারা বেশি বোঝে, বেশি রোজগার করে, তোর বুজর্গ যারা, তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে, অবিশ্বাস করে, মিছে কথা বলে, কোনোদিন কি তোর কোনো লাভ হয়েছে?

বেগম : সোনার মা কী রকম দাঁত কামড়ে বেমালুম মিছে কথাগুলো বলে গেল, দেখে আমি একেবারে তাজ্জব!

সৈয়দ : অথচ দোষ স্বীকার করলে ওকে কি আমি মেরে ফেলতাম? যত চেষ্টা করেছি এই ছোটলোকগুলোর স্বভাব ভালো করতে ওরা ততই গোঁ ধরেছে উল্টো পথে যাবার জন্যে। এ আমি কক্ষণো বরদাস্ত করব না। এ আমার নীতিবোধের পরাজয়, সামাজিক আদর্শের পরাজয়! উকিল সাহেবকে আসবার জন্যে আমি খবর দিয়েছি। একজন গোয়েন্দাও নিযুক্ত করেছি আসল ঘটনা উদ্ধার করার জন্যে। শুধু সন্দেহের বশে কারো কোনো ক্ষতি আমি করতে চাই না।

বেগম : মেয়েটা বেহায়া কী রকম তা লক্ষ করেছিলে? কী বেশরমের মতো, ঐ— মানে— ওর ছেলে জন্মাবার কেস্‌সাটা গড় গড় করে বলে গেল। আমার সারা গা ঘিন ঘিন করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল চুলের ঝুটি ধরে বাইরে ফেলে দিই!

সৈয়দ : মানে— আমি ঠিক ঐ দিকটা বিবেচনা না করে—

বেগম : ওই দিকটা বিবেচনা করলে হয়তো দরদে বলেই বসতে সোনার মাকে তাড়িয়ে ওর আগের মুনিব অন্যায় করেছে!

সৈয়দ : আমি সে রকম কথা বলিনি। আমি নীতি-হিসেবে শুধু এইটুকু বিশ্বেস করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কাউকে সাজা দেবার আগে সবদিকই খুব ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত।

আফজাল : আম্মা, রেজালার পেয়ালাটা একটু—

সৈয়দ : (এগিয়ে) সমস্ত টেবিলটায় ছুটে বেড়াবার জন্যে একটা আলাদা বাটলার রাখতে হবে দেখছি। একলা বসলেই পারতে। তোমার তাগিদের চোটে একটা কথা শেষ করার ফুরসত পাচ্ছি না। হুম্। কী ?

[রহমত প্রবেশ করে]

রহমত : একজন পুলিশের লোক এসেছে। জরুরি কাজ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সৈয়দ : ওহ্ (অস্বস্তি)! বসতে দাও। আমি আসছি।

বেগম : বাইরের ঘরে এগুলো নিয়ে আলাপ করার দরকার নেই। রহমত, ওকে এখানেই নিয়ে আয়। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[রহমত চলে যাবে। বেগমও। পিতা ও পুত্র উঠে হাতমুখ ধুয়ে পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে বসে থাকে। ডিটেকটিভ ঢোকে।]

ডিটেকটিভ : বাইরেই না হয় অপেক্ষা করতাম। খাওয়ার সময় আপনাকে বিরক্ত—

সৈয়দ : না, না, কী যে বলেন আপনি! আমাদের জন্যে আপনারা এত করছেন আর—

ডিটেকটিভ : ছিঃ কী যে বলেন! এ তো আমাদের কর্তব্য।

সৈয়দ : বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কিছু খান আমাদের সঙ্গে।

ডিটেকটিভ : শুকরিয়া। আমার এক্ষুণি যেতে হবে আবার। আপনাকে কথাগুলো বলেই ছুটতে হবে।

সৈয়দ : কিছু হলো ?

ডিটেকটিভ : সবই। (পকেট থেকে কৌটা বার করে) দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন ?

সৈয়দ : এই তো! নাম খোদাই করা রয়েছে, চিনব না ? কী করে পেলেন ? কোথায় পেলেন ?

ডিটেকটিভ : আপনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওদের বস্তিতে যাই। সঙ্গে দু'জন সেপাই নিয়ে গিয়েছিলাম, নইলে বিপদে পড়তে হতো!

সৈয়দ : বলেন কী! এত বড় দুঃসাহস!

ডিটেকটিভ : স্বামীটা বেশ গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিল। মেয়েটাকে যখন আচম্‌কা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম এ রূপার কৌটা কী করে ও পেল, কোনো জবাবই ঐ মেয়েটার মুখ দিয়ে বেরুল না। থাকলে তো বেরুবে! তারপর মেয়েটিকে যেই থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছি অমনি পাগলা কুত্তার মতো স্বামীটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তখন তাকেও গ্রেফতার করতে হলো। তবুও কি ব্যাটাকে ঠাণ্ডা রাখা যায়, থানায় যাওয়ার সারা রাস্তায় কম বেয়াড়াপনা করেছে ও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : এ দেখি চোরেরও বাড়া। ডাকাতের স্বভাব।

ডিটেকটিভ : আমরা দেখেই বুঝতে পারি সব। নিশ্চয়ই নেশা-টেশা করার অভ্যাস আছে। ওসব বদমায়েশেরা একটু বেয়াড়াই হয়।

সৈয়দ : আপনি ধরেছেন তো ঠিক।

ডিটেকটিভ : তবে একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লেগেছে। সারা রাস্তা চিৎকার করে ও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে ওর বৌ সম্পূর্ণ নির্দোষ, রূপার কৌটা ও নিজে চুরি করেছে। শাস্তি হলে ওর হওয়া উচিত, ওর বৌ নয়।

সৈয়দ : পাগল! বদ্ধ পাগল! এগুলো বলে ওর কী লাভ আল্লাই জানে। আমার বাড়িতে চাকরি করত সোনার মা, সোনার বাপ কী করে আমার ঘরের জিনিসে হাত দেবে? বললে কেউ বিশ্বেস করবে?

ডিটেকটিভ : আমারও খটকা লেগেছে। তবে কিনা লোকটা বারবার বলছিল, সে নাকি গত রাতে এ বাড়ির অন্দর অবধি এসেছে। একা নয়, আপনার ছেলেই নাকি ওকে ডেকে এনেছিল, মানে আপনার ছেলে আবার তখন ঠিক— নেশার ঝোঁকে—

[আফজাল কী একটা মুখে দিয়েছিল, সেটা গলায় আটকে বিষম লাগে। ছেলের কাঁশির শব্দ শুনে মা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। মাথায় হাত দেয়। পানির গ্লাস তুলে ধরে। ডিটেকটিভ আদাব দিয়ে আবার বসে। সৈয়দ সাহেবের মুখের হাসি উবে যায়। ডিটেকটিভ উভয়ের চোখের দিকে দু-তিনবার তাকিয়ে]

আপনার ছেলে ওকে ভেতরে এনে বসতে দেয়। কিছু তরল পদার্থও ওকে খেতে দেয়। ও বলে, খালি পেটে লাল পানি পড়ায় ওর রক্ত মাথায় চড়ে যায়। সেই নেশার ঝোঁকেই নাকি ও রূপার কৌটাটা তুলে নেয়, চুরি সে করেনি।

বেগম : বদমায়েশ! পাজি! মিথ্যুক কোথাকার!

সৈয়দ : লোকটা কি প্রকাশ্য আদালতে— মানে— সেখানেও এগুলো বলবে নাকি?

ডিটেকটিভ : নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আদালতে এইরকম একটা কিছুই হয়তো ও দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে। তবে এটা বৌকে বাঁচাবার জন্যে একেবারেই সাজানো কেস্‌সা না, (আড়চোখে আফজালকে দেখে) এর মধ্যে কিছু সত্যও থাকতে পারে, সে হাকিম যা বোঝেন।

বেগম : এর মধ্যে বোঝাবুঝির কী আছে? আপনি হেয়ালি করে কথা কওয়া পছন্দ করেন। আমি করি না। আপনিও বিশ্বাস করেন নাকি যে আমার ছেলে, মাঝরাতে, রাস্তা থেকে ইতর লোক দাওয়াত করে ঘরে এনে বসাবে? কিছু বলছেন না কেন?

সৈয়দ : আহ্‌হা, তুমি থামো তো একটু। উনি কিছু বলতে যাবেন কেন? তোমার ছেলে তো বোবা নয়, কালাও নয়। যা বলবার ও নিজেই বলতে পারে চুপ করে আছ কেন আফজাল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : চুপ করে থাকবে না তো কি তোমাদের মতো এই এক রত্তি ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলবে ? সব মিথ্যে— নেশাখোর বদমায়েশটা যা বলেছে সব ডাহা মিছে কথা!

আফজাল : (অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই— মানে— ইয়ে— আমার একদম কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

বেগম : কী করে মনে থাকবে ? যা কোনো দিন ঘটেনি, তা কেউ কোনোদিন মনে করতে পারে ? ব্যাটা একটা আস্ত ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক, ডাকু!

সৈয়দ : (প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে, ডিটেকটিভকে) দেখুন, আমার ছেলে, ও নিজেই যখন বলছে ও-লোকটার কথা সেরেফ বানানো, তখন ও-লোকটাকে মিছিমিছি আদালতে পর্যন্ত টানাহ্যাঁচড়া করার দরকার কী ?

ডিটেকটিভ : আদালত পর্যন্ত তাকে যেতেই হবে। আপনারা চুরির অভিযোগ উঠিয়ে নিলেও আমাকে আক্রমণ করার জন্য তাকে আদালতের কাঠগড়ায় উঠতে হবে। আর সে রকম কথা এক-আধটা যদি ব্যাটা বেফাঁস তুলেই ফেলে, তার জবাব দেবার জন্যে আপনার ছেলেরও সেদিন আদালতের আশেপাশে থাকা উচিত। লোকটার চালচলন, কথাবার্তা, সবই একগুয়ে। জানেন সৈয়দ সাহেব, ওর কাছ থেকে একটা রেশমের ছোট টাকার থলিও পেয়েছি। দেখে মনে হয় কোনো ভদ্রমহিলার। (সৈয়দ আঁতকে উঠেন। আফজাল রক্তহীন) বেগম সাহেবার কোনো রেশমের থলি খোয়া যায়নি তো ?

সৈয়দ : (তাড়াতাড়ি) না, না ওর কিছু হারায় নি।

আফজাল : যত সব! ওটা মার হতে যাবে কেন ?

বেগম : না তো, আমার ওরকম কোনো থলেই কোনোকালে ছিল না। (ডিটেকটিভকে) এ লোককে কিছুতেই ছাড়বেন না আপনারা। অসৎ লোক যদি সাজা না পায়, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে জানমাল নিয়ে আমাদের বাঁচার কী উপায় হবে ?

সৈয়দ : সে তো নিশ্চয়ই। সে তো নিশ্চয়ই। নীতির দিক থেকে বিচার করে দেখলে— কিন্তু— তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না বেগম, এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকগুলো দিক রয়েছে যেগুলো আগে আমাদের ভালো করে বিবেচনা করে দেখা দরকার। (ডিটেকটিভকে) সোনার বাপকে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড় করাতেই হবে ?

ডিটেকটিভ : না করে উপায় নেই স্যার।

সৈয়দ (আফজালকে স্থির দৃষ্টি দিয়ে দেখে) দ্যাখো আফজাল, লোকটার জীবন মরণ নির্ভর করছে তোমার কথার ওপর। আমার মন কিছুতেই চাইছে না যে ওর বিরুদ্ধে তুমি আদালতে কোনো অভিযোগ আনো। ওরা গরীব, অসহায়, ক্ষুধার্ত। মুহূর্তের লোভে পড়ে অনেক কিছু ওরা করে ফেলতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমরাও এত নির্মম হব ? এত নিষ্ঠুরভাবে বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য আমার দরিদ্র দেশবাসী আমাকে ভোট দেয়নি! অবশ্য তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমি বলে আর তোমাকে কত বোঝাব ?

বেগম : তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? আফজাল ওর বিরুদ্ধে নালিশ না আনলে ও বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। এই তুমি চাও নাকি ? ঝাণ্ডা উড়িয়ে সারা রাজ্যে চোরগুণ্ডার আজাদির জন্যে আন্দোলন শুরু করলেই পার ?

সৈয়দ : (একটু আড়াল রেখে—চাপা গলায়) আহ্ বেগম তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। ঐ বদমায়েশটাকে বাঁচাবার জন্যে কিছু বলছি নাকি আমি ? আরেকটু উদার, আরেকটু ব্যাপকভাবে ঘটনাটা দেখতে চেষ্টা কর।

বেগম : করেছি। করেই বলছি। সব সময় তোমার ঐ নীতির ঠাঁট্ ভালো লাগে না আর।

ডিটেকটিভ : মাফ করবেন, আপনারা দু'জনেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি বোধহয়। আপনারা তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনেন আর নাই আনেন, আমার সঙ্গে হাতাহাতি করার জন্যে কাঠগড়ায় তাকে উঠতেই হবে।

সৈয়দ : ব্যাটা আহাম্মক কোথাকার!

ডিটেকটিভ : এবং তখন জেরায় সে রাতের কথা কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে।

সৈয়দ : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই (নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) জাহান্নামে যাক্ ও! আমার কী! ওর বৌটার জন্যে একটু মায়া পড়েছিল, তাই ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। যাকগে! আইনের বিচারে যা হবার হবে।

ডিটেকটিভ : সেই ভালো। আপনি চুপচাপ বসে দেখুন কী হয়। কোনো রকম খারাপ কিছু হতে পারে বলে আমারও মনে হয় না। যদি হবার সম্ভাবনা কখনো দেখেন, সে ঠিক করে নিতে কতক্ষণ!

সৈয়দ : (বিব্রত) আপনি, আপনিও তাই মনে করেন না ?

আফজাল : (জেগে উঠে) আমাকে আদালতে কোনো কসম টসম নিতে হবে নাকি ?

ডিটেকটিভ : কিছু সে রকম নিয়ম আছে। (উঠে) আমি এখন চলি, সৈয়দ সাহেব। আর দেখুন, একজন ভালো উকিলের সঙ্গে আগে থেকেই পরামর্শ করে রাখা ভালো। যদি তেমন কোনো বাজে কথা উঠেও যায়, সে ঠিক সামলে নেবে। আমি চলি এখন। রূপার কৌটাটা নিয়ে গেলাম, আদালতে ওটা আবার আমাকে দেখাতে হবে কি না! চলি। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান। সৈয়দ সাহেব ওর পেছন পেছন যাবেন ঠিক করেও গেলেন না। বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে জোড়হাতের মুঠ শূন্যে তুলে ঝাঁকুনি নিচে খুলে ফেলেন।]

সৈয়দ : (স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে। দাঁত চেপে) তোমাকে কতদিন বলেছি যে বাইরের কাজ, দোহাই তোমার, আমাকে একলাটি করতে দিও। তবুও তোমার সব জায়গায় নাক গলানো চাইই। নিজে সর্দারি করে সব কিছু এমন ঘোট পাকিয়ে দিয়েছ যে বেরিয়ে আসে কার সাধ্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : (রাগ। ঠাণ্ডা গলায়) কিসের কথা বলছ, বুঝলাম না। চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার সকলের আছে। তুমি সে সাহসটুকুও হারিয়েছ বলে আমিও চুপ করে থাকব, তার কোনো মানে নেই। গরিবের জন্য দরদ, মজলুমের জন্য মমতা, সর্বহারার জন্য সেবা, তোমার ওসব বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ওসব নীতিকথা অন্য কাউকে শোনাও গিয়ে।

সৈয়দ : নীতির কথা কে বলছে? তুমি কিছু বোঝ না বেগম। সেবা, দরদ, মানবতা, জাহান্নামে যাক্! তোমার ছেলে গতকাল মাঝরাতে সত্যি মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে, জান সে খবর?

আফজাল : আব্বা!

বেগম : (হতভম্ব) আফজাল!

আফজাল : তুমি যা ভাবছ, আম্মা, আমি সত্যি সে রকম নই। আমি— মানে— হঠাৎ একদিন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে— মানে— শহরে আজকালকার ছেলেমেয়েরা বছরে এক-আধবার এরকম করেই। তাই বলে আমি একটা নেশাখোর, এটা কেউ বলতে পারবে না। তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না, আম্মা—

বেগম : চুপ কর আফজাল।

সৈয়দ : আদালতে ঐ ব্যাটা আবার কতটা সত্য বলে কতটা বানিয়ে বলে, তা পর্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তুই তো আবার গত রাতের একটা কথাও মনে করতে পারছিস না, জানোয়ার কোথাকার!

আফজাল : (করুণ অবস্থা) আমি ঘরে ঢুকেছি, তারপর, কী যেন হয়েছিল—

বেগম : (শোকরুদ্ধ কণ্ঠে) মনে রাখার মতো অবস্থাও ছিল না তোর? খোকা, তুই এ কী করলি?

আফজাল : তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না আম্মা। মনে তো আছেই ঘরে ঢুকেছি। নিশ্চয়ই ঢুকেছিলাম, নইলে সকালে এখানে ঘুম থেকে জাগলাম কী করে?

সৈয়দ : (উত্তেজিত পায়চারি। মাথা চাপড়ে) ওহ্! আবার এর মধ্যে ঐ রেশমের থলিটাও এসে জুটেছে। বদনসিব! বদনসিব! সব, সব, কাগজওয়ালারা লুফে নেবে। উহ্! এতদূর যে গড়াবে, ভাবিও নি। এর চেয়ে হাজারটা রূপার কৌটা খোয়া যেত, সেও যে হাজারগুণে ভালো ছিল। (বৌর কাছে এসে) স-ব স-ব তোমার কাণ্ড। তুমি, তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ!— আর এই উকিল সাহেবও একেবারে নবাবপুত্তুর হয়ে গেছেন। খবর দিয়েছি সেই সক্কালে, এখনো দেখা নেই।

বেগম : (ভ্রূ কুঁচকে) তোমার কথার এক বর্ণও আমার মাথায় ঢুকছে না।

সৈয়দ : তাতো এখন ঢুকবেই না! ঢুকে কাজও নেই। তুমি নিজেও এর মধ্যে এখন যত কম ঢুকবে, ততই সকলের মঙ্গল। এখন শুধু ঐ উকিলের মাথায় ঢুকলেই বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : আপনি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন আব্বা। আদালতে আমি শুধু বলব যে রাতে ফিরে এত ক্লান্তি অনুভব করছিলাম যে সোজা উপরে উঠে রোজকার মতো নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছি। এর বেশি কিছু আমার মনে নেই। ব্যাস্, চুকে গেল।

সৈয়দ : তুমি কোন্ জাহান্নামে কার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে, সে খবর জানবার আমার কোনো প্রবৃত্তি নেই! আর তোমার কথায় বিশ্বাস কী ? হয়তো মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়েই রাত কাটিয়েছ! রোজকার মতো নিজের বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম! কচি খোকা আমার!

আফজাল : আপনি কি বলতে চান, আমি সারারাত রাস্তায় কাটিয়েছি ?

সৈয়দ : না। তা কাটালে বাঁচাতে আমাকে। যেখানে কাটিয়েছ সে কথাটা একবার আদালতে প্রকাশ পেলেই বাপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জানোয়ার কোথাকার!

বেগম : (সতর্ক) এসব কথার মানে কী ? খুলে বল। আমার কাছ থেকে কী লুকিয়েছ তোমরা ?

আফজাল : কিছু না মা। তুমি একটু উপরে যাও।

বেগম : কিছু না, না ? আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছিস তুই ? তোর বাপ খামকা ওরকম ক্ষেপে গেছে ? ভালো চাস তো সব খুলে বল।

আফজাল : কিছু না। রেশমের থলিটা আমারই ছিল, টাকা রাখতাম ওর মধ্যে।

বেগম : তোর থলি ? তুই আবার কবে টাকা রাখার জন্যে থলি কিনলি ?

আফজাল : নাও আরেক ঝামেলা। বেশ, আমার নয়, আরেকজনের। হতচ্ছাড়া জিনিসটার উপর আমার কোনো লোভ ছিল না। এনেছিলাম শুধু ঠাট্টা করে, মজা করার জন্যে—

বেগম : কথা পরিষ্কার করে বল। আরেকজনের টাকার থলি তুই এনেছিলি, সেটাই আবার তোর কাছ থেকে খোয়া গেল! এই ?

সৈয়দ : এবং যে বান্দা নিয়েছে সে সহজে ছাড়ছে না। প্রকাশ্য আদালতে কেলেঙ্কারি করে, খবরের কাগজে সব জাহির করে আমার মুখে চুনকালি মেখে তবে রেহাই দেবে!

বেগম : দোহাই তোমাদের, একটু খোলাসা করে বলবে, কী হয়েছে ? আমাকে বুঝতে দাও এত হৈ চৈ কেন ? (আফজালকে সস্নেহে) মার কাছে লুকোস নে বাবা! ভয় কী ? বল, আমাকে সব খুলে বল।

আফজাল : মা তুমি ওপরে যাও। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

বেগম : আমাকে বলতে হবে। কি জিজ্ঞেস করব না ?

আফজাল : বিশ্বেস করো আম্মা, সবটাই নিছক কৌতুক, অন্য কিছু এর মধ্যে ছিল না। কেমন করে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, এখন ভালো করে মনেও নেই। শুধু মনে আছে, কী নিয়ে একটা ঝগড়া করছিলাম দু'জনে। মাথা তখন নিশ্চয়ই ঠিক ছিল না আমার। কেমন করে কী যেন হয়ে গেল, ওর হাত থেকে থলিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিনিয়ে ছুটে চলে এলাম।

বেগম : কার হাত থেকে ? কিসের থলি ? কোন্ থলি ? কী রকম থলি ? খোকা সব খুলে বল আমাকে।

আফজাল : ওহ্। আম্মা, তোমাকে কিছু বোঝানো যাবে না। ঐ রেশমের থলিটা, ওতে টাকা ছিল, থলিটা আমার নয়, ঐ মেয়েলোকটার হাতের মধ্যেই ছিল থলিটা।

বেগম : (বিস্ফারিত চোখে উপলব্ধির আলো। ব্যথিত। অস্ফুট চিৎকার) মেয়েলোক! মেয়েলোক! খোকা! খোকা! (টেবিলে মাথা গুঁজে বসে পড়ে) আল্লাহ্!

আফজাল : বললাম, সব জানতে চেয়ো না, তবু শুনলে না। আমি কী করব এখন!

[স্তব্ধতা। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রহমত ঘোষণা করে]

রহমত : উকিল সাহেব এসেছেন।

সৈয়দ : এখানে নিয়ে এসো।

[রহমত চলে যাবে ও উকিল সাহেব ঢুকবেন। মোটা, গাল লাল, চোখ চকচকে, গোঁফ ছুঁচোলো। আগাগোড়া গম্ভীর লোক। মধ্যবয়সী।]

উকিল : (চারদিকে নজর দিয়ে) আদাব আরজ। ভাবী সাহেব ভালো আছেন ?

[কোনো জবাব নেই, এক সৈয়দ সাহেবের ঝাঁকুনিটা ছাড়া।]

সৈয়দ : এতক্ষণে এসেছ যাহোক। যে ব্যাপারটা নিয়ে কাল বিকালে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে রূপার কৌটাটা পাওয়া গেছে!

উকিল : বল কী ? এরই মধ্যে!

সৈয়দ : হ্যাঁ— তবে ঝি সেটা চুরি করেনি। করেছিল তার স্বামী। আর সে ব্যাটা বলছে, আমার এই সুপুত্রটিই নাকি মাঝরাতে তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে আসেন।

[উকিল সৈয়দ সাহেবের উত্তেজিত অবস্থা উপভোগ করে হেসে ফেলে]

তোমার হয়তো হাসি পাচ্ছে উকিল, আমার রক্ত হিম হয়ে গেছে। আমার পুত্রের গত রাত্রের অন্য কীর্তিটার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। সেই রেশমের টাকার থলিটাও ব্যাটা ঐ রূপার কৌটার সঙ্গে তুলে নিয়েছিল। সব এখন কাগজে বেরুবে!

উকিল : (উদাস) হুম্। তা তো বেরুবেই! মেয়েদের রেশমের থলি! অভিজাত গৃহে ব্যভিচার, খবরের কাগজে ভালো হেডলাইন হবে! তোমার ছেলে কী বলে ?

বেগম : না, না, কক্ষণো না—

সৈয়দ : (উকিলকে) কিছু না। এই মাত্র শুনেছে সব। সামলে উঠতে পারেনি এখনো। উকিল, যে করে হোক একটা উপায় বার কর, মান-ইজ্জত সব গেল! সোনার বাপ না কি নাম ওর, ব্যাটা পুরনো পাপী। সুযোগ পেয়ে ও রেশমের থলির কথা যত পারে বলবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : আমি বিশ্বাস করি না। আমার খোকা এমন কাজ করতেই পারে না।

সৈয়দ : পারে কি পারে না সেকথা ও মেয়েলোকটা নিজে এসে সকালবেলা আমাকে সব বলে গেছে।

বেগম : কোন মেয়েলোকটা ? এ্যাঁ! আস্পর্দ্ধা তো কম নয় মেয়েলোকটার! ওরকম মেয়েলোক আমার বাড়িতেই ঢুকল কোন সাহসে ? তোমরা কেউ আমাকে জানাওনি কেন তখন ?

[সকলের মুখের দিকে তাকায়। কেউ জবাব দেয় না। স্তব্ধতা]

সৈয়দ : উকিল, বল, কিছু একটা বল।

উকিল : (আফজালকে) যে অবস্থাতেই থাক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।

আফজাল : দরজা নাকি সারারাত খোলাই ছিল।

সৈয়দ : বাঃ চমৎকার। এ রকম আরো দু'চারটে খবর এখনো বাকি রয়েছে নাকি ?

বেগম : ও লোকটাকে তুমি নিজে যেচে ঘরে ঢুকিয়েছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সেরেফ বানানো কথা। উকিল ভাই, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন এগুলো বানানো কথা।

উকিল : (হঠাৎ আফজালকে) আচ্ছা, সত্যি সত্যি তুমি গতরাতে ঘুমিয়েছিলে কোথায় ?

আফজাল : বাইরের ঘরে। সোফার ওপর। (আচমকা বলে ফেলেই) মানে, ইয়ে সেখান থেকে—

সৈয়দ : (চাপা হুঙ্কার) সোফার ওপর ? বিছানায় গিয়ে শোবার মত হুঁশও ছিল না! হতভাগা জানোয়ার কোথাকার! নিজের ঘরের দিকেও একবার যাসনি ?

আফজাল : না।

সৈয়দ : গত রাতের কিছুই তো তোর মনে নেই বললি। এটা দেখছি স্পষ্ট মনে করতে পারছিস।

আফজাল : সকালবেলা সোফার ওপর ঘুম ভেঙ্গেছিল।

বেগম : তুই কী বলছিস খোকা ?

আফজাল : (উকিলকে) সব কথা টেনে বার করতে চান ? সকালবেলা সোনার মাও আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছে।

উকিল : (গেলাস পানের ভঙ্গি করে) কাউকে সেধেছিলে বলে মনে পড়ে ?

আফজাল : তাই তো! একটা লোক, দেখতে—

উকিল : নোংরা, ক্ষুধার্ত, বেকার—

আফজাল : আশ্চর্য! ঠিক, হ্যাঁ এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে—

[সৈয়দ সাহেব পায়চারি শুরু করেছেন। বেগম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উকিলকে বিদ্ধ করে সস্নেহে আফজালকে জড়িয়ে ধরে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : সব বাজে কথা। তোর কিছু মনে নেই। ঘুমে তোর তখন চোখ বুজে আসছে। তুই কী করে দেখবি ঘরে কে ছিল না ছিল। তাছাড়া সে লোক এ বাড়ির ভেতরে কখনো, কখনোই ঢোকেনি!

আফজাল : (একবার এর দিকে, আবার ওর দিকে তাকায়। অসহায় ক্লান্ত নিরুপায় চাহনি) আর পারি না। তোমাদের পায়ে পড়ি, আদালতে দাঁড়িয়ে কী বলতে হবে, আমাকে দিয়ে কী বলাতে চাও, একটিবার বলে দাও।

বেগম : আমরা সবাই চাই যে তুমি সত্য কথা বল। বল যে, এ লোকটাকে কোনোদিন তুমি বাড়ি ঢুকতে দাওনি।

উকিল : না, তুমি কিছুই বলবে না। কিছু না বললে ভুল বলারও ভয় থাকে না। হয় লোকটা না হয় তার বৌ চুরি করেছিল। তোমার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। দরকার হলে— হ্যাঁ,— ঐ সোফাটার ওপরই ঘুমুচ্ছিলে, তাতে কার কী?

বেগম : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেশ। এই ভালো। দরজাটা খোলা রেখে দিয়ে যে আহাম্মকি করেছিলে সেটা জাহির না করলেও চলবে। চুপ করে থেকো। (আফজালের কপালে চুল সরাতে গিয়ে) এ-কী, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

আফজাল : (মায়ের হাত সরিয়ে) তোমরা আমাকে কী পেয়েছ, কচি খোকা? কী করতে হবে, কী বলতে হবে, পষ্টাপষ্টি বলে দিচ্ছ না কেন?

উকিল : (শান্ত) তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, কারণ তোমার কিছুই মনে পড়ছে না। বাকি সময়টুকু তুমি ঘুমিয়েছিলে। ব্যস, এই তো!

আফজাল : কালকেই আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে?

উকিল : না। যেদিন তারিখ পড়বে সেদিন।

সৈয়দ : ও, হ্যাঁ তাই তো। (শান্তি) সেটা বেশ, বেশ।

আফজাল : আমি শুতে চললাম। দেখি চেষ্টা করে একটু ঘুমুতে পারি কিনা।

বেগম : যাও বাছা।

[মা এগিয়ে দেয়। আফজাল চলে যাবে।]

সৈয়দ : (সেদিকে তাকিয়ে) এবারও বড় সহজে ছাড়া পেয়ে গেল বদমায়েশটা। ওর কিছু শিক্ষা হওয়া উচিত। জান উকিল, আমি তখন টাকা না দিয়ে দিলে মেয়েটা নির্ঘাত থানায় গিয়ে ওর বিরুদ্ধে ডায়রি করিয়ে আসত! এ রকম এক-আধটা শিক্ষা ওর পাওয়া দরকার।

উকিল : টাকা থাকলে, সময়ে-অসময়ে বেশ কাজে লাগে, না?

সৈয়দ : আমার কিন্তু এখনো থেকে থেকে মনে হয়, সত্যকে চাপা দিয়ে আমরা অন্যায় করছি। আমাদের উচিত—

উকিল : আদালত থেকেই সে চেষ্টা যথেষ্ট করা হবে। ঘাবড়িও না, যে পরিমাণ তদন্ত আর জেরা হবে, তাতে কোনো সত্যই চাপা দিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : আফজালকেও জেরা করবে ওরা ?

উকিল : সুযোগ পেলেই করবে।

সৈয়দ : ওর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হলেই হয়েছে! আহাম্মক জানোয়ার কোথাকার! দ্যাখো উকিল, রেশমের থলির কথাটা কিছুতেই বেশিদূর উঠতে দেবে না। এটুকু না পারলে এতদিন মিছেই ওকালতি করছ!

বেগম : উকিল ভাই, একটা কাজ করলে হয় না ? এই সোনার মা আর সোনার বাপ— এরা যে কত চরিত্রহীন এটা হাকিমকে প্রথমেই জানিয়ে দিলে কেমন হয় ? ওহ্, আপনি বুঝি জানেন না। ওদের প্রথম ছেলেটা ওদের বিয়ে হবার আগেই—

উকিল : তাতে কিছু এসে যায় না।

বেগম : এ্যাঁ! এতে কিছু এসে যায় না ?

উকিল : মানে আইনের চোখে কিছু এসে যায় না। কারণ এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কারো জীবনেই ঘটতে পারে। হাকিমের নিজের জীবনেও ঘটেছে কিনা কে জানে ?

সৈয়দ : বাজে কথা রাখ। সব দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। (হাত ধরে)

উকিল : খোদা ভরসা।

সৈয়দ : এ্যাঁ ? ওহ্, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এ-কী, উঠলে যে ?

উকিল : আরেক জায়গায় জরুরি ডাক পড়েছে। এত ব্যস্ত হয়ে ডেকেছে যে মনে হচ্ছে এখানকার মতোই অপ্রত্যাশিত একটা কিছু হবে হয়তো। চলি এখন। আদাব। আদাব আরজ।

[প্রস্থান। এগিয়ে দেবার জন্য সৈয়দ সাহেব যান। বেগম নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখে গভীর বেদনার রেখা। চোখে পানির সংযত সমাবেশ।]

সৈয়দ : (গম্ভীর, উত্তেজিত) অসম্ভব। কেলেঙ্কারিটা বেশ ভালো রকমই হবে।

বেগম : তোমার উকিল বন্ধুর রসিকতা আমার একটুও পছন্দ হয়নি। এ রকম ব্যাপারে মানুষ ঠাট্টা-তামাসা কী ক'রে করে বুঝতে পারি না।

সৈয়দ : তুমি ? তুমি বুঝতে পার কোন জিনিসটা ? বুঝতে হলে বুদ্ধি থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কল্পনাশক্তি দরকার। তোমার কোনোটা নেই। বুঝবে কী করে ?

বেগম : (ঝাঁঝ) সব তোমার আছে, না ?

সৈয়দ : একশ বার আছে। আছে বলেই তো এত বিচলিত হয়ে উঠেছি। আগাগোড়া সমস্ত কাণ্ডটা এত নোংরা যে মনে হলে ঘেন্না লাগে। আমার জীবনের যা আদর্শ, যে নীতির অনুসরণই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগম : মূল্যবান না হাতি! মেলা বকেছ, এবার থাম। ওর নীতি, আদর্শ! তোমার কাছে এগুলোর অর্থ কি জান? ভীতি, ভয়! কে কী বলবে সেই ভয়ে কুকড়ে আছ, বড়াই করছ নীতি আর আদর্শের!

সৈয়দ : ভয়? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক জীবনে কোনোদিন কিছুকে ভয় করেনি। তবে এরকম পরিস্থিতির সামনেও কোনোদিন পড়তে হবে ভাবিনি। দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

[পায়চারি করতে করতে জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে ভেসে আসে শিশুর চাপা কান্না।]

ও কিসের শব্দ?

[দু'জনে কান পেতে শোনে]

বেগম : আহ্! কান্না আমি একদম সহ্য করতে পারি না। রহমত, রহমত! অসহ্য!

সৈয়দ : জানালাটা বন্ধ করে দিক! আওয়াজটা হয়তো একটু কম আসবে।

বেগম : এখন আর বন্ধ করে লাভ নেই। আওয়াজটা আমার স্নায়ুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটু আওয়াজ কানে গেলেও সেটা একশ গুণ হয়ে মাথার মধ্যে দাপাদাপি করবে। বাচ্চার কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।

[রহমত ঢুকবে]

বাইরে ওগুলো কাঁদছে কারা! ছোট ছেলেমেয়ের কান্নার মতো মনে হয়!

সৈয়দ : (উঁকি দিয়ে) একটু একটু দেখা যাচ্ছে। তিনটে বাচ্চা। একটা একদম ছোট্ট, কোনো রকমে বড়টার কোলে ঝুলে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে।

রহমত : (ভাল করে দেখে) ওহ্! ওগুলো সোনার মার ছেলেমেয়ে। মাকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদছে।

বেগম : (সৈয়দকে) ওহ্! এ আমি সহ্য করতে পারব না। দোহাই তোমার যেমন করে পার, এ মামলা-মোকাদ্দমা মিটিয়ে ফেল তুমি। ওদের একটা কিছু উপায় করে দাও।

সৈয়দ : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কিছু করার আর উপায় নেই। সব আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

[বেগম ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। কান্নার সুর ভেসে আসে। সৈয়দ সাহেব দু'হাতে কান ঢেকে রাখেন। রহমত জানালা বন্ধ করে দেয়। কান্নার শব্দ আর শোনা যায় না।

[পর্দা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

[আদালত। উঁচু বেদিতে হাকিম দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে। হাকিমের পেছনে লাল সালুতে সোনালি জরিতে আঁকা ন্যায় বিচারের রাজকীয় প্রতীক : একজোড়া তলোয়ারের দু'পাশে একটি সমান্তরাল ঝুলন্ত পাল্লা। হাকিমের পোশাক পরিষ্কার, চেহারা ক্লান্ত। হাকিমের সামনে নিচু বেদিতে পেশকার বসে। এক পাশে আদালতের দর্শক। সৈয়দ সাহেব, আফজাল ও উকিল এমনভাবে সেখানে বসেছে যে তাদের দরকারি কথা ও নড়াচড়া দর্শকরা স্পষ্ট বুঝতে পারে। কিছু ফালতু পুলিশ এমনি এদিক-সেদিক বিচরণ করছে। বাইরে হাঁক শোনা যায়— 'আয়েশা বিবি ওরফে সোনার মা—কুদ্দুস মিয়া হাজের হায়—']

সৈয়দ : (চাপা) ওরা আসছে। খুব সতর্ক থাকবে। রেশমের থলির কথাটা কিছুতেই তুলতে দেবে না। খবরের কাগজের লোকগুলো ঘুণাক্ষরেও যেন টের না পায়।

[উকিল হেসে মাথা নাড়ে। হাকিম হাতুড়ি পেটেন। সোনার মা ও কুদ্দুস কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায় একজন আরেকজনের পেছন। সোনার মার মাথার কাপড় অনেকদূর নামানো।]

পেশকার : গত বুধবারের মামলাটা স্যার। আজকের তারিখ দিয়েছিলেন। রূপার কৌটা চুরি করেছিল, আবার পুলিশের উপরও হামলা করেছে। দুটো অভিযোগই একসঙ্গে করা হয়েছে, সোনার মা আর কুদ্দুস মিয়ার বিরুদ্ধে।

হাকিম : ওহ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে।

পেশকার : সোনার মা তোমার নাম ?

[সোনার মা এগিয়ে এসে মাথা নাড়ে]

উকিল : সৈয়দ আহ্সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র পঁচিশ টাকা ছ আনা দামের এক রূপার কৌটা গত সোমবার রাত এগারটা থেকে পরের দিন সকাল নটার মধ্যে, কোনো এক সময়ে খোয়া যায়। তুমি সেটা নিয়েছিলে ? হ্যাঁ, কি, না— বল।

সোনার মা : না, আমি নেই নাই, হুজুর।

উকিল : কুদ্দুস মিয়া, তুমি নিয়েছিলে সেটা ? এবং পরে এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিলে ? হ্যাঁ, কি, না— বল।

কুদ্দুস : হ্যাঁ। কিন্তু আমার আরো কিছু বলার আছে।

হাকিম : নিশ্চয়, নিশ্চয়! উকিল সাহেব, দু'জনের নামে একই অভিযোগ কী করে হলো ? মিয়া-বিবি নাকি ওরা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকিল : জি হুজুর। আপনি ভুলে গেছেন। গত হপ্তায় মেয়েটিকে নিজের জামিনে আপনি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আরো তদন্ত করে দেখার জন্যে।

হাকিম : হ্যাঁ হ্যাঁ! ঠিক ঠিক। রূপার কৌটা। মনে পড়েছে। নতুন সাক্ষি কে আছে, হাজির করুন।

[উকিল ইশারা করে। রহমত কাঠগড়ায় ওঠে। তার সামনে রূপার কৌটা রাখা হয়।]

পেশকার : তোমার নাম রহমত না? সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র দশ নম্বর ডেভিড রোডের কুঠিতে তুমি কাজ কর, না?

রহমত : জি।

উকিল : রাত পৌনে এগারোটা থেকে এগারোটার মধ্যে, গত সোমবার, এই রূপার কৌটাটা দেখেছিলে তুমি?

রহমত : জি হ্যাঁ।

উকিল : এবং সকাল নটার সময় এটা তুমি ওখানে আর দেখনি?

রহমত : জি না।

উকিল : এ মেয়েটিকে তুমি চেন? তোমাদের ওখানে ঠিকা ঝির কাজ করত? রূপার কৌটাটা যে ঘরে ছিল, সকালবেলা কখনো ও কি একা সে ঘরে ছিল?

রহমত : ছিল।

উকিল : পরে তুমি তোমার মুনিবকে সব কথা জানিয়েছিলে?

রহমত : জি হ্যাঁ।

উকিল : (সোনার মাকে) ওকে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

সোনার মা : না।

উকিল : (কুদ্দুসকে) তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে?

কুদ্দুস : ওকে কোনোদিন আমি দেখিনি। চিনিও না। চেনার দরকার নেই।

হাকিম : (রহমতকে) রাতেরবেলা তুমি ঐ রূপার কৌটাটা ঠিক দেখেছিলে তো?

রহমত : নিজ হাতে সাজিয়ে রেখে গেছি হুজুর।

হাকিম : হুম্। তুমি যেতে পার। (পেশকারকে) পুলিশ অফিসারকে আসতে বলুন।

[ডিটেকটিভ সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়ায়]

উকিল : (কাগজ পড়ে) আপনি ডিটেকটিভ সোলেমান? এ কেসের তদন্তের ভার আপনার উপরই পড়েছিল? এ রূপার কৌটাটা চিনতে পারছেন?

ডিটেকটিভ : হ্যাঁ, এটাই সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ. সাহেবের বাড়ি থেকে সোমবার রাত এগারোটা থেকে পরের দিন সকাল নটার মধ্যে কোনো এক সময়ে চুরি গিয়েছিল।

উকিল : জিনিসসহ আয়েশা ওরফে সোনার মাকে আপনিই কি এটা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেন? (ডিটেকটিভ মাথা নাড়ে) সোনার মা কি চুরি স্বীকার করেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিটেকটিভ : না, স্বীকার করেনি।

উকিল : আপনি তখনই তাকে গ্রেফতার করলেন ?

ডিটেকটিভ : জি হ্যাঁ।

হাকিম : কোনো রকম বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল ?

ডিটেকটিভ : না, কোনো রকম আপত্তি তোলেনি। তবে বার বারই অস্বীকার করেছে।

পেশকার : (সোনার মাকে) একে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও ?

সোনার মা : না।

হাকিম : হুম্। তারপর ?

উকিল : (কাগজ দেখে, ডিটেকটিভকে) আপনি যখন মেয়েটিকে গ্রেফতার করতে অগ্রসর হলেন, ওর স্বামী কি আপনাকে আপনার কর্তব্য কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে ? শারীরিকভাবে আপনাকে আক্রমণ করে ?

ডিটেকটিভ : জি। করে।

উকিল : 'ওকে ছেড়ে দাও, ও নির্দোষ। আমি চুরি করেছি, আমি চুরি করেছি'— এই জাতীয় চিৎকার করে আপনার দিকে ছুটে আসে ?

ডিটেকটিভ : হ্যাঁ।

উকিল : আপনি তখন আপনার হুইসিল বাজাতেই বার থেকে পুলিশ ছুটে এল এবং বেশি বাড়াবাড়ি করাতে ওকে গ্রেফতার করা হলো, না ?

ডিটেকটিভ : জি।

উকিল : আচ্ছা, এ লোক বোধহয় থানায় যাওয়ার পথেও আপনাদেরকে প্রচুর বিব্রত করেছে, না ? আর সে যে নিজে রূপার কৌটা চুরি করেছে এ কথা তখনো বার বার চিৎকার করে বলছিল ?

(ডিটেকটিভ মাথা নাড়ে)

আপনি কি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী করে সে চুরি করল ?

ডিটেকটিভ : করেছিলাম।

উকিল : কী জবাব দিল ?

ডিটেকটিভ : (এদিক-ওদিক তাকিয়ে) মাঝরাতে সে এম.এল.এ. সাহেবের ছেলের ঘরে ঢুকে কিছু সরাব পান করে। খালি পেটে নেশা বেশি হয়ে যাওয়ায় কুদ্দুস নাকি নেশার ঘোরে ওটা পকেটে পুরে বেরিয়ে আসে।

হাকিম : হুম্! কুদ্দুস থানায় যাওয়ার পথে সারাক্ষণ গোলমাল করেছে ?

ডিটেকটিভ : বেশ গোলমাল করেছে। এবং পরেও।

কুদ্দুস : (চিৎকার করে ওঠে) বেশ করেছি। একশ বার গোলমাল করেছি। আমি বার বার বলেছি আমি চুরি করেছি, ও কেন তবু আমার বৌর গায়ে হাত দিল ?

হাকিম : (চাপা শব্দে ধমকে) হুস্স্। চুপ কর। তোমার যখন বলার সময় আসবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন কথা বলবে, তার আগে নয়। একে তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে ?

কুদ্দুস : না।

হাকিম : বেশ। মেয়ে আসামির কিছু বলার থাকলে সে এখন বলতে পারে।

সোনার মা : আমি ? আমি কী কমু ? আমি তো চুরি করছি না!

হাকিম : তা না হয় মানলাম। কী করে হলো, এও কি তুমি জানতে না ?

সোনার মা : আমি সত্যই কিছু জানতাম না হুজুর। হেই দিন সোয়ামি আমার রাইত কাবার কইরা বাড়ি আইছিল। চোখ দুইডা লাল, একদম অন্য মানুষ, বুঝছিলাম খুব খাইছে। কোথাইকা আইছে, কী কইরা আইছে, আমি কিছু জানতাম না।

হাকিম : তোমাকে কিছু বলেনি ?

সোনার মা : কিছু না। আর যেগুলো কইছে, আপনাগো তা কওন যায় না। আমারে যা খুশি গাইল-মন্দ পাড়ছে। সকালে উইঠা আমি কামে চইলা গেছি। হে তখনো ঘুমে। হেই বাড়িত গিয়ে হুনলাম, সাবের রূপার ডিব্বা নাকি চুরি গেছে।

হাকিম : তারপর ?

সোনার মা : দুফরে ওর কোর্তা ঝাড়তেই মাটির উপর টপ্পাস্ কইরা ঐ রূপার ডিব্বাটা পড়ল। দেইখা আমার কইলজা কাঁপ দিয়া উঠছে।

হাকিম : কী করলে তাই বল।

সোনার মা : দেইখ্যা আমার মাথা খারাব হইয়া গেছল। হে এমন কাম করতে পারে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। ঐ পুলিশের সাব যখন ঘরে ঢুকে তখন আমি কানতে কানতে জোর কইরা ডিব্বা লইয়া রওনা হইছিলাম, ফেরত দেওনের লাইগ্যা। এই ঝির কাম যদি যায়ও, তবু। আমার কচি কচি পোলামাইয়াগুলি না খাইয়া মইরা যাইব সাব!

হাকিম : হু— তা তো— মানে— তোমার স্বামী কী জবাব দিচ্ছিল ?

সোনার মা : সোয়ামিরে যখন কইছি : এমন কাম তুমি ক্যান করলা। হের জবাবে তাইন কইল, ন্যাশার ঘোরে। বেশি ন্যাশা হওনে মাথা নাকি ঠিক আছিল না। আমি জানি সারাদিন কিছু প্যাডে পড়ে নাই। খালি প্যাডে সামলাইতে পারে নাই। নইলে এমন কাম, বিশ্বাস করেন হুজুর, এ্যামন কাম হে কোনো দিন করে নাই! মাথা ঠিক থাকলে কোনো দিন হে এমন কাম করত না।

হাকিম : কিন্তু তাই বলে আইনের চোখে তো ওর দোষ কমে যায় না ?

সোনার মা : ওহ্! আমি জানি না হুজুর।

[হাকিম নিচু হয়ে পেশকারকে কী বলেন।]

আফজাল : (ফিস্ ফিস্ করে। ঝুঁকে পড়ে) আপনি ঠিক যে কথাগুলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্! (উকিলকে) তুমি বল কিছু। বল যে আসামির দারিদ্র্য এবং দুঃখ বিবেচনা করে আমরা চুরির অভিযোগ তুলে নিতে চাই। আদালত যদি তার গোঁয়ার্তুমি নিয়ে বিচার করতে চায়, আলাদা কথা। তুমি উঠে দাঁড়াও না কেন?

[উকিল মাথা নাড়ে]

হাকিম : (হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিয়ে) তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। তোমার স্বামী যা যা তোমাকে বলেছে তাও না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তাহলেও কথা আরো থেকে যায়। সে বাড়িতে চাকরি করতে তুমি। তোমার স্বামী কী করে জানল রূপার কৌটা কোথায় থাকে? এবং সেটা চুরি করার জন্যে সে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করল কী করে?

সোনার মা : আমি তারে কোনোদিন ভিতরে লইয়া যাই নাই। এমন অন্যায় কাম আমি ক্যান করমু?

হাকিম : সে হলো তোমার কথা। শোনা যাক তোমার স্বামী কী বলে?

কুদ্দুস : (ঠাণ্ডা গলায়) আমার বৌ কি মিছে কথা বলেছে যে আমি আরেক রকম বলব? থানায় যাওয়া জীবনে এই প্রথম। নেশার ঘোরে ছাড়া এমন কাজ আমি কোনোদিন করতে পারতাম না। দরকার হয় তো সে কথা আমি প্রমাণ করতে পারি! সোনার মা সাক্ষি, আমি একটু পরেই ওটা খালের মধ্যে ফেলে দেব ঠিক করেছিলাম।

হাকিম : কথা সেটা নয়। এটা তোমার কাছে এলো কী করে? ওটা ছিল তো চৌধুরী সাহেবের বসবার ঘরে। ওখানে তুমি গেলে কী করে?

কুদ্দুস : ও-বাড়ির সামনা দিয়েই ফিরছিলাম।

হাকিম : সামনা দিয়ে না চলে গিয়ে অন্দরে ঢুকলে কেন?

কুদ্দুস : ইচ্ছে করে ঢুকিনি। এ বাড়ির ছোট সাহেবকে দেখি কেবল রাস্তার এপাশ-ওপাশ করছে, নিজের বাড়ির নম্বরটা কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলেন না।

হাকিম : তারপর?

কুদ্দুস : আমি তখন হুঁশ হারাই নি। দরজাটা চিনিয়ে দিলাম ওঁকে। ভেতরে ঢুকেই উনি বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি আমার উপকার করেছ, কিন্তু তোমাকে দেবার মতো আমার সঙ্গে কিছু নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ ভেতরে এসে বস, দু'এক গ্লাস ভালো জিনিস খাওয়াব।

হাকিম : তখন তুমি ভেতরে চলে গেলে?

কুদ্দুস : আমাকে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢোকালেন। উনি দাওয়াত করলে আমি যেতে পারব না কেন?

হাকিম : তারপর ভেতরে গিয়ে রূপার কৌটাটা পকেটে পুরে চলে এলে?

কুদ্দুস : না। ভেতরে নিয়ে আমাকে বসিয়ে বোতল খুলে ছোট সাহেব বললেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যত পার খাও। তোমাকে ছাড়া আমি তো ঢুকতে পারতাম না। তুমি আমার উপকার করেছ। যত পার খাও। খাও। যা খুশি তোমার নিয়ে চলে যাও, কিসসু বলব না' বলে ছোট সাহেব সোফার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাকিম : তখন তুমি—

কুদ্দুস : আমি খেলাম। যত পারি খেলাম। বোতল শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

হাকিম : তার মানে তখন নেশায় এত মত্ত হয়ে পড়লে যে তার পরের ঘটনা কিছুই মনে করতে পারছ না ?

আফজাল : (চাপা গলায়) আব্বা, ঠিক তুমি যা—

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্।

কুদ্দুস : জি, ঠিক তাই।

হাকিম : কিছুই যদি মনে না থাকবে, তাহলে রূপার কৌটা তুমি চুরি করেছ এটাই বা এত জোর দিয়ে বলছ কী করে ?

কুদ্দুস : চুরি আমি করিনি। তুলে নিয়েছিলাম। নেশার ঘোরে।

হাকিম : (ব্যঙ্গ) ওহ্! চুরি করনি, তুলে নিয়েছিলে, না ? বেশ বলেছ! কার জিনিস তুলে নিলে ? তোমার জিনিস ? এটা চুরি নয় ?

কুদ্দুস : না, আমি চুরি করিনি।

হাকিম : অন্যের জিনিস। অন্যের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেলে তোমার বাড়িতে, তবুও—

কুদ্দুস : কার বাড়ির কথা বলছেন ? আমার বাড়ি কোনো কালে ছিল না। ঘর ছিল—

হাকিম : চুপ কর তুমি। ছোট সাহেব মানে (কাগজ দেখে) আফজালুল হক চৌধুরী সাহেবকে আসতে বলুন। তাঁর কথা শোনা দরকার।

[পেশকারের ইশারায় ডিটেকটিভ নেমে যায়। আফজাল সেখানে উঠে দাঁড়ায়। উকিল সাহেব গিয়ে তাঁর জায়গায় দাঁড়ান।]

পেশকার : যা বলবেন, সত্য বলবেন। সম্পূর্ণ সত্য পেশ করবেন। সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না। খোদা সাক্ষি।

[পূণ্য গ্রন্থ এগিয়ে দেয়। চুম্বন ইত্যাদির পর]

উকিল সাহেব জেরা করুন।

উকিল : আপনার নাম ?

আফজাল : আফজালুল হক চৌধুরী।

উকিল : থাকেন কোথায় ?

আফজাল : ডোভড রোডে। পিতা আহ্সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ.র সঙ্গে।

উকিল : আরেকটু জোরে বলুন। আসামি দু'জনকেই আপনি চেনেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল : (দেখে) সোনার মা আমাদের বাড়ি ঝির কাজ করে। ওকে চিনি। (কুদ্দুসকে দেখে) ওকে— (জোরে) না, না, আগে কখনো দেখিনি ওকে। চিনি না।

কুদ্দুস : চিনতে পারলেন না ? আমি কিন্তু—

[হাকিম হাতুড়িতে ঘা দেন]

উকিল : যে সোমবারের কথা হচ্ছে, সেদিন কি আপনি বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছিলেন ?

আফজাল : হ্যাঁ, একটু রাত হয়েছিল।

উকিল : ঘরে ঢুকে কোনো কারণে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন কি ?

আফজাল : জি।

হাকিম : এ্যাঁ! অত রাতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেলেন ?

উকিল : সে রাতের আর কিছু মনে পড়ে আপনার ?

আফজাল : না।

হাকিম : (ঝুঁকে পড়ে, কুদ্দুস দেখিয়ে) ও যা যা বলেছে, শুনেছেন নিশ্চয়ই। সে সম্পর্কে কিছু বলবার আছে আপনার ?

আফজাল : মানে সে রাতে, আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব মিলে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করেছিলাম কিনা। ফিরতে একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল।

হাকিম : তা হোক। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি বাড়িতে ঢোকার সময় সত্যিই রাস্তার ওপর (কুদ্দুসকে দেখিয়ে) ও লোকটাকে দেখেছিলেন কিনা।

আফজাল : কাকে ? ওকে ? (থতমত) দেখেছি বলে ঠিক মনে পড়ছে না।

হাকিম : ঠিক মনে পড়ছে না ? ও লোকটা কি সত্যিই আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল ? সে রাতে কি কেউ আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল ?

আফজাল : নিশ্চয়ই না, মানে— না, না, তা কেন হতে যাবে, আমি, আমি ঠিক কিছুই মনে করতে পারছি না।

হাকিম : কিছুই মনে করতে পারছেন না ? বড্ড মুশকিলে ফেললেন আমাদের। রোজ রাতেই নিশ্চয়ই নিজের বাড়ি চিনবার জন্যে লোক দরকার হয় না আপনার! না হয় ?

আফজাল : না, না, তা না!

হাকিম : তাহলে কিছু নিশ্চয়ই মনে থেকে যাওয়া উচিত আপনার।

আফজাল : (মরিয়া) মানে— আপনি বুঝতে পারছেন না, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সে রাতে এত বেশি— হয়ে গিয়েছিল যে, আমার তখন কোনো রকম হুঁশ ছিল না।

হাকিম : (হেসে) ওহ! তাই বলুন।

কুদ্দুস : আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ওঁকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাকিম : এ্যাঁ ? কে, তুমি ? বল, কী বলতে চাও।

কুদ্দুস : আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার বাবা বনেদি পার্টির ভক্ত, আপনিও বনেদি পার্টি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী ? মনে পড়ছে ?

আফজাল : (কপাল ঘষে) এ্যাঁ— মানে ঝাপসা মতোন একটু! তুমি কী বললে ?

কুদ্দুস : আমি জবাব দিয়েছিলাম আমি কিছু না। আপনি বললেন— 'তা বাবা নয়া পার্টি-টার্টি নওতো— তোমার যা খুশি নিয়ে যাও এখান থেকে, কিস্‌সু বলব না।' মনে পড়ে ?

আফজাল : (চিৎকার করে) না না। সব মিছে কথা। এসব কিছু বলিনি আমি।

কুদ্দুস : আপনি ভুলে গেলেও আমার ঠিক মনে আছে। আপনি এর প্রত্যেকটা কথা বলেছেন। আরো কী কী বলেছেন, সব স্পষ্ট মনে আছে আমার। কোন মেয়ের কোন রেশমের থলি নেশার ঘোরে ছিনিয়ে নিয়ে এসে—

[সৈয়দ সাহেব লাফিয়ে ওঠেন]

উকিল : হুজুর আলা, অবান্তর কথায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। আমাদের আসল অভিযোগের সঙ্গে এসব প্রশ্নের কোনো যোগাযোগ নেই। তাছাড়া আসামি নিজেও একবার বলেছে যে, সে রূপার কৌটা তুলে নিয়েছিল নেশার ঝোঁকে। সে নিজেই স্বীকার করেছে এর বেশি অন্য কিছু মনে রাখার মতো তার স্নায়ুর অবস্থা ছিল না। এখন তার মুখেই আবার এত বর্ণনা একটু খাপছাড়া শোনায় না কি ? (হেসে) অনেকটা এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাবার মতো!

কুদ্দুস : (চিৎকার) আমি কেন শাস্তি পাব তাহলে ? ও যা করেছে আমিও তাই করেছি। তবে আমি গরিব, ছোটলোক, এই আমার অপরাধ। ওর টাকা আছে, উকিল আছে, আমার নেই। ও করলে কিছু নয়, আমি করলেই সেটা অপরাধ হয়ে গেল ?

হাকিম : খামাকা অনর্থক উত্তেজিত হয়ে নিজের অমঙ্গল ডেকে এনো না। তুমি স্বীকার করেছ যে রূপার কৌটাটা তুমিই নিয়েছ। কেন নিলে ? তখন তোমার কি টাকার খুব অভাব যাচ্ছিল ?

কুদ্দুস : অভাবের সংসার আমাদের। টাকার টানাটানি কখন না থাকছে ?

হাকিম : কথা সেটা হচ্ছে না। প্রশ্ন হলো সেজন্যেই কি তুমি রূপার কৌটাটা নিয়েছিলে ?

কুদ্দুস : না।

হাকিম : (পেশকারকে) গ্রেফতারের সময় ওর সঙ্গে অন্য কিছু পাওয়া গিয়েছিল কি ?

পেশকার : জি হুজুর। তিরিশ টাকা বারো আনা আর এই রেশমের থলিটা।

[টেবিলের ওপর এগিয়ে দিতেই নিচে সৈয়দ সাহেব উত্তেজিত হয়ে একবার লাফিয়ে ওঠেন, তারপরই সামলে নেন আবার।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাকিম : (থলিটা নেড়ে চেড়ে, কাগজ দেখে) রেশমের থলি ? না ? অভিযোগের কোনো জায়গায় এর কোনো উল্লেখ দেখছি না তো। যাক্‌গে, থাক ওটা। কুদ্দুস মিয়া, টাকার দরকার ছিল বললে, অথচ এ যে দেখছি অনেক টাকা। কোত্থেকে পেলে ?

কুদ্দুস : (চুপ করে থেকে, হঠাৎ) বলব না। বলার ইচ্ছে নেই।

হাকিম : হুম্‌। খামকা জট পাকাচ্ছ। এত টাকাই যদি তোমার ছিল, তাহলে আবার ঐ সামান্য রূপার কৌটাটা চুরি করতে গেলে কেন ?

কুদ্দুস : ক্ষেপে গিয়ে নিয়েছি। শোধ তোলার জন্য নিয়েছি। জব্দ করবার জন্যে নিয়েছি।

হাকিম : কী আবোল-তাবোল বকছ। সামলে-সমঝে কথা বল। ঐ রকম এরাদা নিয়ে, ইচ্ছে হলেই তুমি যেখান থেকে যা খুশি তুলে নিয়ে চলে যাবে ?

কুদ্দুস : তাই যাব। আপনারও তাই ইচ্ছে হতো, যদি আমার জীবন আপনার হতো, যদি চাকরির জন্যে হন্নে হয়ে ঘুরে ঘুরে তার বদলে শুধু—

হাকিম : বুঝলাম, সবই বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে যেহেতু তোমার চাকরি নেই, টাকার দরকার, সে জন্যে তোমার সব অপরাধ মাফ করতে হবে ?

কুদ্দুস : (আফজালকে দেখিয়ে) ওর অপরাধ মাফ করলেন কেন ? ওকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন, কী জন্যে ও—

উকিল : (আফজালকে দেখিয়ে) সাক্ষির আর কোনো দরকার আছে মনে করেন ?

হাকিম : উনি যেতে পারেন। উনি তো কিছুই মনে করতে পারছেন না, মিছামিছি দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কী ?

[মাথা নিচু করে আফজাল নামতে থাকে]

কুদ্দুস : (চিৎকার) ওকে জিজ্ঞেস করলেন না, মেয়েটার কাছ থেকে রেশমের থলিটা ও কেন—

[হাতুড়ির ঘা। পুলিশ পেছন থেকে এসে কুদ্দুসকে থামিয়ে দেয়]

হাকিম : (কুদ্দুসকে) মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথা আবার শোন। ঐ ভদ্রলোক কার কাছ থেকে কী নিয়েছেন না নিয়েছেন সেটা বিচার করতে যাচ্ছি না আমরা। পুলিশের কর্তব্য কাজে তুমি কেন বাধা দিলে— তোমার কাছ থেকে তার কৈফিয়ত তলব করছি আমরা! কোনো জবাব আছে তোমার ?

কুদ্দুস : আমার বৌ কোনো দোষ করেনি। তাকে পুলিশ ধরবে কেন ? রূপার কৌটার সে কী জানত ?

হাকিম : পুলিশ কাকে কেন ধরে, সেটা পুলিশসই ভালো করে জানে। তুমি পুলিশের লোককে মারতে উঠলে কোন্‌ সাহসে ?

কুদ্দুস : যে-কোনো মরদ স্বামী তাই করত। সুযোগ পেলে আবার করব। আমার বৌকে যে ছোঁবে তার হাড্ডি গুঁড়ো করে ফেলব আমি।

হাকিম : তোমার নিজের কপাল তুমি নিজেই ভাঙছ। তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। দুনিয়ার আর সবাই যদি তোমার মতো চলতে শুরু করে, কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?

কুদ্দুস : (বৌকে দেখিয়ে) আর ওর কথাটা কেউ ভেবে দেখলেন না। চোর বলে আদালতে টেনে নিয়ে এলেন। এরপর ওকে আর চাকরি দেবে কেউ? এ কালো দাগ ওর জীবন থেকে মুছে যাবে কোনো দিন?

সোনার মা : (কান্না চেপে) অর মাথা খারাপ হইয়া গেছে হুজুর। পোলা মাইয়াগুলার কথা চিন্তা কইরা ও পাগল হইয়া গেছে।

হাকিম : সবই বুঝি। কিন্তু তোমার স্বামী মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে না শিখলে কষ্ট ভোগ না করে উপায় কী?

কুদ্দুস : কিন্তু কেন? (আফজালের দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে) আমি একলা কেন সাজা পাব? ওর চেয়ে এমন কী বেশি খারাপ কাজ করেছি আমি? আমাকে বলে দাও, ওর জন্যে কী শাস্তির ব্যবস্থা করেছ তোমরা?

[পুলিশ এসে ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দেয়। হাতুড়ির ঘা।]

উকিল : হুজুরে আলা, জনাব সৈয়দ আহ্‌সানুল হক চৌধুরী এম.এল.এ সাহেব আসামির পরিবারের করুণ অবস্থার কথা বিবেচনা করে ওর বিরুদ্ধে রূপার কৌটা চুরির যে অভিযোগ এনেছিলেন সেটা তুলে নিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু আদালত যদি কুদ্দুস মিয়ার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগও এনে থাকেন সেটা আলাদা কথা। নতুবা কুদ্দুস মিয়াকে খালাস করে দেয়া হোক, এটাই হক চৌধুরী সাহেবের প্রার্থনা।

কুদ্দুস : চাই না। কারো করুণা আমি চাই না। গোঁজামিল দেয়া করুণা আমি চাই না। আমি আমার অধিকার চাই। হক্ চাই। আমি বিচার চাই, ন্যায়বিচার চাই। কেন তা করবে না তোমরা? কেন, কেন, কেন?

হাকিম : (হাতুড়ি ঠুকে) তোমার যা বলার যথেষ্ট বলেছ। আর কথা বলতে পারবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত পেশ করছি। (হাতের কাগজ গুছিয়ে দেখে) আয়েশা ওরফে সোনার মা বেকসুর। (সোনার মা'র দিকে তাকিয়ে, দরদ) তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। কোনো দোষ করনি তবু থানায় যেতে হয়েছে, এখানে আসতে হয়েছে। হয়তো নতুন আরেকটা চাকরি যোগাড় করতেও কিছু কষ্ট হবে। কী করব? তোমার স্বামীর হঠকারিতার কিছু ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে। তুমি যেতে পার।

[সোনার মা নির্বাক চোখে একবার হাকিমকে দেখে আবার স্বামীকে। চাহনিতে গভীর কাকুতি— বেদনায় সারা মুখ কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে।]

কোনো উপায় নেই। তুমি যাও।

[সোনার মা নিচে এসে দাঁড়ায়]

(কুদ্দুসকে) এবার তোমার অপরাধের বিচার শোন। (একটু থেমে) প্রথম অপরাধ, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। রূপার কৌটা চুরি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুদ্দুস : কক্ষণো না, আমি চুরি করিনি—

[পেছন থেকে পুলিশ এসে থামিয়ে দেয়]

হাকিম : দ্বিতীয়ত পুলিশের কর্তব্য কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছ—

কুদ্দুস : কোনটা পুলিশের কর্তব্য কাজ ? কেউ সহ্য করত না—

[বাধা পড়বে]

হাকিম : আদালতেও তুমি চরম অসংযম ও অসৌজন্যের পরিচয় দিয়েছ। একমাত্র কৈফিয়ত যা তুমি তোমার পক্ষে দাঁড় করিয়েছ, সে, হলো, চুরি করেছিলে নেশার ঘোরে। এটা কোনো যুক্তি হয়নি। স্বেচ্ছায় মাতাল হয়ে যদি আইন ভঙ্গ কর, তবে তার শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর আমার শেষ কথা হলো, তোমার মতো লোক, যারা মাতাল হয়ে রাত-বিরাতে নেশার ঘোরে যা খুশি তা করে বেড়ায়, সেটা জব্দ করার জন্যেই হোক কিংবা মজা দেখার জন্যেই হোক সমগ্র সমাজের তারা কলঙ্ক! নোংরা আবর্জনা বিশেষ!

আফজাল : (বেসামাল হয়ে) আব্বা, ঠিক কথাগুলোই তুমি আমাকে বলেছিলে— না ?

সৈয়দ : শ ষ্ ষ্। চুপ্!

হাকিম : এটা তোমার প্রথম অপরাধ। ইচ্ছে করেই সেজন্যে তোমাকে মৃদু শাস্তি দেয়া হলো। (একটু থেমে) এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

[পুলিশরা এসে কুদ্দুসকে ধরে]

কুদ্দুস : (কোনো রকমে ঘাড় ঘুরিয়ে, তবু চিৎকার করে) এই তোমাদের ন্যায়বিচার, না ? ঐ বড়লোকের বাচ্চার জন্যে কোনো সাজা নেই, না ? ও মাতাল হয়নি ? আরেকজনের জিনিস ও তুলে আনেনি ? ওর যে টাকা আছে, সাজা দেবে কী করে ওকে ? থুক্ তোমাদের বিচারকে।

[পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে নিয়ে যাবে]

হাকিম : (কাগজপত্র দেখে) আদালত আজকের মতো এখানেই শেষ।

[উকিল সাহেব উঠে এসে বই-পেন্সিল হাতে কোন্ সাংবাদিককে কী সব বলবে। আফজাল কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ায়। চলতে থাকে। চশমাটা পকেটে পুরে সৈয়দ সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছেন।]

সোনার মা : (পাশ থেকে) সাব, সাব, আমার এ-কী হইল— সাব—

[পাশ কাটিয়ে সবাই চলে গেল। সোনার মা অমনি হতবিহ্বল দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নেমে আসবে অন্ধকার]

[যবনিকা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~